Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 01:06 min.
ID: IDI_AMR104_HH_R_23 May 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family members
Male	26	SSC	HDM	30000	1.5 Years-Female	No	Bangali	Total=3; Child-1, Husband (Res) &Wife.

প্রশ্নকর্তাঃ রেস্পন্ডেন্ট নেইম অ্যা....., বয়স ২৬, উম্‌ম্‌ গ্রামের নামটা কি?

উত্তরদাতাঃ অংশগ্রহণকারীর নিজ গ্রাম

প্রশ্নকর্তা ঃ অংশগ্রহণকারীর নিজগ্রাম, আচ্ছা, উম্‌ চিল্ড্রেন আন্ডার ফাইভ, ডিসিশন মেকার। তো ..... ভাই আমি ..... ভাই আমিতো বলছি যে আমি আসছি ঢাকা মহাখালী কলেরা হাসটাতাল থেকে, আমরা একটা গবেষণার কাজে আসছি, আমরা আসলে এখানে বোঝার চেষ্টা করছি মানুষ ও বাসা-বাড়িসমূহের পশুপাখি যখন অসুস্থ হয় তখন তারা কি করে? পরামর্শ ও চিকিৎসার জন্য কোথায় যায় এবং এই অসুস্থতাসমূহের জন্য তারা এন্টিবায়োটিক ক্রয় করে কি না? এই বিষয়গুলো নিয়া আমরা আপনার সাথে একটু কথা বলবো, আমরা জানতে চাইবো আপনারা কোথায় যান, কার কাছে যান, কি ধরনের অসুধগুলো ব্যবহার করেন হ্যা অ্য এই কতগুলো বিষয়। তো এইখানে আপনি আমার সাথে একটু কথা বলবেন, আপনি কথাবলতে রাজি আছেন?

উত্তরদাতাঃ হু, রাজী আছি।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, আমি এইখানে আমি এইখানে আপনার একটা স্বাক্ষর দিবেন

উত্তরদাতাঃ উপরে?

প্রশ্নকর্তা ঃ জি, তো ..... ভাই আমি একটু প্রথমে শুনবো আপনি কি করেন? একটু বলেনতো?

উত্তরদাতাঃ আমি ডেইরী ফার্মের ব্যবসা করি।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, একটু জোড়ে কথা বইলেন

উত্তরদাতাঃ ডেইরী ফার্মের ব্যবসা করি

প্রশ্নকর্তা ঃ এই কথাগুলো আমরা একটু রেকর্ড করে রাখবো আরকি, ডেইরী ফার্মের ব্যাবসা করেন, আচ্ছা। আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কয়জন একটু বলেনতো?

উত্তরদাতাঃ ৬ জন

প্রশ্নকর্তা ঃ ৬ জন, এ্যা এখনতো আমি যতটুকু শুনছি– ৬জন বলতে আপনারাতো মনে হয় পৃথক হইছেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তা ঃ তো পৃথক হইলে আপনারা যারা খান এক সাথে, শুধু তাদের কথা বলবেন

উত্তরদাতাঃ ৩ জন

প্রশ্নকর্তা ঃ তিন জন, আপনি আপনার স্ত্রী আর কে ?

উত্তরদাতাঃ মেয়ে

প্রশ্নকর্তা ঃ মেয়ে, মেয়ের বয়স কতো?

উত্তরদাতাঃ মেয়ের বয়স ২০ মাসের মতো

প্রশ্নকর্তা ঃ ২০ মাসের মতো, আচ্ছা আচ্ছা (ফোন বাজে) তো বাচ্চার বয়সটা কতো বললেন ?

উত্তরদাতাঃ ১৯ মাস, ১৯ মাসের মতো হইছে

প্রশ্নকর্তা ঃ ১৯ মাস হইছে, আচ্ছা আপনারতো যেহেতু ডেইরী ফার্মের ব্যবসা করেরন সেই ক্ষেত্রেতো আপনারতো গরু আছে?

উত্তরদাতাঃ হু, গরু আছে

প্রশ্নকর্তা ঃ কয়টা আছে?

উত্তরদাতাঃ এখন বর্তমানে তিনটা আছে

প্রশ্নকর্তা ঃ তিনটা আছে, তো এগুলো দেখাশুনা করে কে?

উত্তরদাতাঃ আমরাই নিজেরাই করি, আমরা তিনজন পার্টনারশীপে ব্যবসা করি তিন জন নিজেরাই করি আরকি।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা আপনারগুলা আপনি দেখাশুনা করেন?

উত্তরদাতাঃ তিন জন একসাথেতো এক জায়গায়ই রাখি ওই এক জায়গায়ই দেখাশুনা করি, বেশীরভাগ দেখাশুনা করে ঐ যে বাড়ীতে থাকে তারা, আমরা যখন যেভাবে সময় পাই ওইভাবে আমরা করি।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, তিন জন পার্টনার এই জন্য তিন জন আলাদা আলাদা কিন্তু আপনিওতো একটা সময় ঐখানে দেন গরুর পিছনে তাই না?

উত্তরদাতাঃ হ্যা, দেই

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা তো আপনার এই পরিবারের আমি একটু জানতে চাইবো আপনার ঘরের অবস্থা, ঘরে কিধরনের জিনিস-পাতি আছে একটু বলেনতো আমাকে

উত্তরদাতাঃ জিনিস-পাতি বলতে মনে করেন থাকার জন্য একটা খাট আছে, রান্না-বান্না করার জিনিস আছে এবং একটা কাপড় রাখার জন্য আলনা আছে এবং টুটি টাকি জিনিস রাখার জন্য আর কিছু জিনিস আছে এইরকমই

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, তো আপনার এই খাবার পানির উৎসটা কোথায় ? কি পানি খান এটা?

উত্তরদাতাঃ এটা আমরা টিউবল থেকে আপনার ই-পানি যেটা মিনারেল পানি যেটা ঐটাই খাই

প্রশ্নকর্তা ঃ এটা কি বিশুদ্ধ পানি না কি

উত্তরদাতাঃ হ্যা, বিশুদ্ধ

প্রশ্নকর্তা ঃ এটা কি গভীর নলকূপ না অগভীর ?

উত্তরদাতাঃ হ্যা, গভীর নলকূপ

প্রশ্নকর্তা ঃ গভীর নলকূপ

উত্তরদাতাঃ আর্সেনিক মুক্ত পরীক্ষা করা আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা আচ্ছা তো এই পানি দিয়ে কি করেন? কি কি কাজ করা হয় এইটা দিয়া?

উত্তরদাতাঃ বাড়ীর মনে করেন সব কাজ গরু-বাছুর ধোয়ানি, খাওয়া দাওয়া, সবাই গোছল করা, রান্নাবান্না মানে যত ধরণের কাজ আছে গাছ গাছালিতে দেয়া সব ধরণের কাজ করা হয় এ পানি দিয়ে।

প্রশ্নকর্তা ঃ সবধরনের কাজ করেন, গোসল-টোসল কি ?

উত্তরদাতাঃ সব, যাবতীয়

প্রশ্নকর্তা ঃ সবই এটা দিয়ে করেন, গরু-বাছুকে ধোয়ান কিন্তু গরু-বাছুরকে খাওয়ান--

উত্তরদাতাঃ খাওয়ানোর পানিও এটা।

প্রশ্নকর্তা ঃ খাওয়ার পানিও এইটা, আচ্ছা এখন একটু জানবো টয়লেটের বিষয়, টয়লেটটা আপনারে কিধরণের টয়লেট ওটা? ল্যাট্রিন

উত্তরদাতাঃ হ্যা, ল্যাপ্টিন,

প্রশ্নকর্তা ঃ ল্যাট্রিনটা কিধরণের ?

উত্তরদাতাঃ ল্যাপ্টিন মনে করেন চার খুটি বিশিষ্ট ঘর আপনার ল্যাপ্টিনটার যে নলকূপটা ওইডা একটু দূরে পাইপ দিয়ে আরকি একটু দূরে দেয়া এইটাই আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ এই নলকূপ থেকে একটু দূরে ইয়া করা

উত্তরদাতাঃ দূরে

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, এটা কি চাক বসানো ?

উত্তরদাতাঃ না না চাক বসানো না, ওইটা আরকি পাট যেটা কয় পাটটা একটু দূরে বসানো আর আপনার ওই যে টয়লেটা যে টয়লেট মনে করেন আপনের চার খুটি বিশিষ্ট একটা ঘর ঐটা হইলো আপনের টয়লেট, আর ঐটার যে ময়লা আবর্জনা যায় ঐটা একটা আলাদা একটা নলকূপের মতো কইরা পাট বসাইয়া আলাদা এক জায়গায়

প্রশ্নকর্তা ঃ আলাদা একটা চেম্বার করছেন

উত্তরদাতাঃ চেম্বার

প্রশ্নকর্তা ঃ পিট টয়লেট বলে ওটাকে

উত্তরদাতাঃ পিট টয়লেট হ্যাঁ পিট,

প্রশ্নকর্তা ঃ তো এটা কি শুধু আপনাদের তিন জনের জন্য আপনার পরিবারের জন্য না বাড়ীর সবার জন্য

উত্তরদাতাঃ না, বাড়ীর সবাই ব্যবহার করে।

৫ মিনিট ০০ সেকেন্ড

প্রশ্নকর্তা ঃ কয় ঘরে ব্যবহার করেন?

উত্তরদাতাঃ তিন ঘর

প্রশ্নকর্তা ঃ তিন ঘরের সবাই ব্যবহার করেন, আচ্ছা তার মানে এটা হচ্ছে শেয়ার সবাই মিলে ব্যবহার করেন। অ্যা তো আমি এখন একটু শুনবো যে আপনাদের পরিবারের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে আমরা জানবো। পরিবারের সবাইতো আল্লাহর রহমতে সুস্থ থাকে নাকি, কি বলেন আপনারা ?

উত্তরদাতাঃ সুস্থ থাকে মাঝে মাঝে হয়তো কোন কারণে অসুস্থ হয় আবহাওয়ার কারণে খাওয়া-দাওয়ার কারণে যে কোন সময় হাল্কা অসুস্থ হয় মানে ঐধরণের কোন অসুস্থতা এখনো ইয়ে হয় নাই মানে বড় ধরণের অসুস্থতা নরমালি মনে করেরন যে আপনের অ্যা--- সামথিং হাল্কা অসুস্থ জ্বর ঠান্ডা এই ধরনের আর কি?

প্রশ্নকর্তা ঃ এটা কার হয়?

উত্তরদাতাঃ সবারই হয়, আজকে আমার হইলো দেখা গেল দুই দিন পর আরেক জনের হইলো এইভাবে একজন না একজনতো থাকেই। অসুস্থ থাকেই।

প্রশ্নকর্তা ঃ অসুস্থ থাকে, তো প্রায়ই কার অসুস্থতা বেশী থাকে?

উত্তরদাতাঃ প্রায়ই বাচ্চা-পোলাপানের একটু বেশী থাকে, দেখা গেল যে বাচ্চা আছে তিন জন আমাদের বড়ীতে এই তিন জনেরই একটু বেশী থাকে

প্রশ্নকর্তা ঃ আমরা এখন আপনারটার কথা বলবো, আপনার মেয়েটার নামতো...? না?

উত্তরদাতাঃ .....,

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, তার কথাটা আমরা বলবো এবং আপনার ও ভাবীর এই তিন জনকে নিয়ে বলবো, তো এই যদি তিন জনের কথা বলি এখানে কি প্রায়ই এমন কেউ থাকে যে অসুস্থ আছে?

উত্তরদাতাঃ না, প্রায় থাকে না, থাকে আপনের হঠাৎ করে একদিন হয় দুই মাস এক মাস পর একদিন হয় আবার এক মাস পরে একটু খাবার সমস্যার কারণে আবার হয়, একটু ঠান্ডা জ্বর আবার একটু পানির মধ্যে বাচ্চা পোলাপান একটু পানিতে যায় বেশি এজন্য একটু জ্বর ঠান্ডা লেগে থাকে

প্রশ্নকর্তা ঃ এই মূহুর্তে কি কেউ আপনার ঘরে অসুস্থ আছে?

উত্তরদাতাঃ না, এখন বর্তমানে নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ কেউ অসুস্থ নাই?

উত্তরদাতাঃ না, কেউ না।

প্রশ্নকর্তা ঃ সবাই সুস্থ?

উত্তরদাতাঃ সবাই সুস্থ আছে।

প্রশ্নকর্তা ঃ ভাবীর কথা বলতে ছিলাম ভাবীর কি অবস্থা বলেনতো?

উত্তরদাতাঃ এখন মোটামুটি সুস্থ

প্রশ্নকর্তা ঃ মানে ওনার কি কোন ধরণের অসুস্থতা আছে ?

উত্তরদাতাঃ না, অ্যাহন নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ এখন কোন মানে আগের চেয়ে ভালো আছে

উত্তরদাতাঃ আগের চাইতে ভালো

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, তো এই যে যখন কেউ আপনি বলতে ছিলেন হঠাৎ করে জ্বর ঠান্ডা বা এই অসুস্থতাগুলা হয় তো এটার জন্য আপনারা কি করেন? এই অসুস্থ হলে কে দেখে? দেখা-শুনা করে কে?

উত্তরদাতাঃ বাড়ীর সবাই দেখাশুনা করে আর আমরা প্রথমত অসুস্থ হলে নিজ গ্রামের ক্লিনিক আছে ঐ ক্লিনিকে যাইয়া প্রাথমিক চিকিৎসা দেই যদি দেখি ঠিক হইলো তাহলেতো হইলোই, তা না হলে পাশের শহরে, পাশের শহরে না হইলে ঢাকা এইভাবে প্রথমতো মনেকরেন বাড়ীর কাছে বাস্ত গ্রামেই ঐযায়গায়ই যাই একটু রাস্তা ঐযায়গায়ই যাই প্রথম টিটমেন্টটা দেই

প্রশ্নকর্তা ঃ এইটা হইছে অ্যা অ্যা কোথায় যান সেই বিষয়টা আর অসুস্থ হইলে দেখাশুনাটা করে কে?

উত্তরদাতাঃ দেখাশুনা করে ডাক্তার আছে, এমবিবিএস ডাক্তার আছে তার কাছে নিয়া যাই সে প্রেসক্রিপশন কইরা দেয় যদি দেখে যে পরীক্ষা করার মতো কোন কারণ আছে তয় পরীক্ষা লেখবো, পরীক্ষা করামু তারপর রিপোর্ট দেইখ্যা সে প্রেসক্রিপশন কইরা দিবো ঐ প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ খাওয়ামু

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা আর এই যে আপনার বাসার মধ্যে হঠাৎ যদি কেউ অসুস্থ হয়ে যায় মনে করেন বিছানায় পরে গেছে তাহলে তার দ্যাখ-ভালের দায়ীত্ব কে নেয়? এইটা করে কে?

উত্তরদাতাঃ ফেমিলি মেম্বার আছে অন্যান্য মেম্বার আছে যেমন ধরেন বাপ-মা অসুস্থ হলে যারা বউ থাকে তারা অসুস্থ হলে সবাই আরকি টেইক কেয়ার সবাই করে

প্রশ্নকর্তা ঃ এখন ধরেণ আপনারা তিন জন আপনার বাচ্চা যদি ধরেণ আল্লাহ না করুক কোন ধরণের অসুস্থ হইছে বা জ্বর-ঠান্ডা লাগছে বা পাতলা পায়খানা হইছে তখন ওর দেখভাল কে করবে?

উত্তরদাতাঃ তার দাদি দেখে, তার মায়ে দ্যাখে আমরাও সাথে দেখি

প্রশ্নকর্তা ঃ বেশি ই তার প্রতি যত্ন নেয় কে?

উত্তরদাতাঃ বেশি বলতে ওইভাবেতো বলা যায় না, তবে দাদা দাদি দাদিই একটু বেশি ই করে আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ দাদি

উত্তরদাতাঃ মাতো থাকবেই

প্রশ্নকর্তা ঃ মাতো থাকবোই না? আচ্ছা (অন্য এক মহিলা পাশ থেকে একটু কথা বলছিল) তো তাহলে কি দৈনন্দিন এই যে আমরা কাজ করি আমরা প্রতি দিন কোন না কোন কাজ করতে হয় এরকম কাজ করার সময় হঠাৎ করে কেউ অসুস্থ হইছে এরকম কোন ঘটনা ঘটছে?

উত্তরদাতাঃ না, এরকম হয় নাই।

প্রশ্নকর্তা ঃ এরকম কোন কিছু হয় নাই না? তো যদি কেউ এরকম হয় তাহলে আপনারা কিভাবে বুঝেন যে সে অসুস্থ হইছে?

উত্তরদাতাঃ সে বলে ধরেন একজনের একটু জ্বর আসলে বলে যে আমার শরীরটা একটু গরম, একজনের মাথা বিষ করলে বলে মাথা বিষ এইভাবে বুঝতে পারি যে না একজন বলতেছে কাজ করতে করতে করতে মাথা ঘুরাইয়া যাইতেছে তখন বোঝা যায় যে দুর্বল তখন তারে টিটমেন্ট দেয়ার জন্য নেই

প্রশ্নকর্তা ঃ এরকম কারো কি ঘটছে যে পরিবারের ----

উত্তরদাতাঃ না এখন পর্যন্ত ঐভাবে হয়নাই আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ মানে হঠাৎ করে কেউ অসুস্থ হয়েছে যে ---

উত্তরদাতাঃ না, হঠাত করে অসুস্থ হয়নি

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনারা বলছেন যে এই জিনিসটা হয় নাই, না?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তা ঃ তো আপনি বলতে ছিলেন যে আপনারা এই রকম কেউ অসুস্থ হলে আপনারা কোথায় নিয়ে যান বলছিলেন?

উত্তরদাতাঃ প্রথম অবস্থায় নিকটতম বলতে নিজ গ্রামের ১ কিলোমিটার দূরে ঐ যায়গায় এমবিবিএস ডাক্তার থাকে একটা সার্বক্ষনিক তার কাছে চিকিৎসা দেই তারপরে যদি দেখি একটু ছিরিয়াস হইয়া যায় তখন পাশের শহরে আছে সরকারী হসপিটাল ঐ যায়গায় নিয়া যাই, তার পর কাজ না হলে হয়তো ঢাকা এইরকম

প্রশ্নকর্তা ঃ তো এখন এইখানে কি এমবিবিএস ডাক্তারের কাছে আপনি কি প্রথমেই চলে যান, না প্রথম অন্য কোথাও যান?

উত্তরদাতাঃ না, প্রথম ডায়রেক্ট এমবিবিএস

প্রশ্নকর্তা ঃ একানে কি এমবিবিএস সবসময় পাওয়া যায়?

উত্তরদাতাঃ সব সময় সার্বক্ষণীক

প্রশ্নকর্তা ঃ ধরেন আপনার বাসায় আজকে কেউ অসুস্থ হলো মানে একটু জ্বর-টর হইছে বা এমনে কোন অসুস্থতা এগুলো নিয়ে আপনারা কি এমবিবিএস-এর কাছে যান নাকি ----

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ সরাসরি, আমি অন্য কোন ভাবে আমি যদি ওষুধ আনি সময় নাই যাইতে পারি না, তার পরও তার সাথে ফোন কইরা যোগাযোগ কইরা ডাক্তারের সাথে যে এই এই সমস্যা পরে দেখামু এখন বর্তমানে কি খাওয়াইতে পারি। সে বলবো যে না দেইখ্যাতো দেয়া যাবে না তার পরেও যেহেতু– আপনে জ্বর থাকলে বলবো নাপা সিরাপ বা ফাইমক্সিল এন্টিবায়োটিক দিয়া দেয় এইগুলা খাওয়াইতে থাকি এবং সময় পাইলে তবে কোন ধরণের সমস্যা হইলে আগে তার সাথে দেখা-শুনা করি মানে ডাক্তার ছাড়া আমরা কোন কিছু করি না আরকি।

প্রশ্নকর্তা ঃ তো এই যে বলতে ছিলেন যে এই নাপা সিরাপ অথবা ফাইমক্সিল সিরাপের কথা বলতে ছিলেন এইটা মানে ওনার সাথে কিভাবে যোগাযোগটা করেন?

উত্তরদাতাঃ ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করি, ফোনের মাধ্যমে বললাম যে জ্বর আছেতো কি খাওয়াইতে পারি? সে তখন নরমালি বলবে জ্বর যদি আইসা থাকে হয়তো বাচ্চা পোলাপানের আসলে বলবে নাপা নরমাল যেটা নাপা এটা খাওয়ান, আমাদের আসলে না দেইখা উনি বড় টিটমেন্ট দেয় না। না দেইখা ঐ নাপা এই নরমালি যেগুলা এইগুলার কথা বলে।

প্রশ্নকর্তা ঃ এন্টিবায়োটিকের কথা বলতে ছিলেন

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিকতো ডাক্তার দেইখা দেয় যে না এখন এন্টিবায়োটিক দিলে কাজ করবে ওই হিসাবে দেয়, এন্টিবায়োটিকেরতো একটা গুনাগুণ আছে যে আপনি তিন দিন একধারে মিনিমাম খাইতে হইবো সাত দিন একাধারে খাইতে হইবো ওইডা দুই দিন আমি যদি খাইয়া আমি এক দিন বাদ দিলাম তাহলে ওইডা পুনরায় আবার ওইভাবেই ডোজ করতে হইবো

প্রশ্নকর্তা ঃ তো এই যে ফোনে কি ওনারা কি এন্টিবায়োটিকের কথা বলে আপনাদের?

উত্তরদাতাঃ না, না, ফোনে বলে না।

প্রশ্নকর্তা ঃ এটা বলতে ছিলেন যে ফাইমক্সিল সিরাপটা খাওয়াও জ্বরের জন্য

উত্তরদাতাঃ না না ফোনে বলে না, ওনির কাছে গেলে হয়তো ওইটা দেয়, সাথে এইচ (Ace) আছে ঐগুলা দেয় অন্যটা দেয় কিন্তু ওনার সাথে যাওয়ার আগে উনি ঐ নরমাল যেগুলা ওইগুলা দিবো

প্রশ্নকর্তা ঃ তো এদের কাছে কে এই যে ডাক্তার সাব যে আছেন ওনার কাছে কে নিয়ে যায়? বাচ্চাকে নেন বা বাচ্চার মাকে নেন বা আপনার মা বা আপনার বাবা যাদেরকে নিয়ে যান কে নিয়ে যায়?

উত্তরদাতাঃ যখন যে– আমি বাড়ীতে থাকলে ধরেন কেউর সমস্যা হইলো আমি নিয়ে যাই বা আমি না থকলে আর এক জনে নিয়ে যায় ফ্যামিলির যে কোন এক জন মেম্বার নিয়ে যায়

প্রশ্নকর্তা ঃ মানে যে অসুস্থ তাকে নিয়ে যায়?

উত্তরদাতাঃ হুম্ তাকে নিয়ে যায়

প্রশ্নকর্তা ঃ কেন নিয়ে যান?

উত্তরদাতাঃ অসুস্থ বিধায় নিয়ে যায়

প্রশ্নকর্তা ঃ মানে কি জন্য? ওখানে---

উত্তরদাতাঃ ঐ জায়গায় ডাক্তারের কাছে অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে মোটামুটি একটা আস্বাস আছে যে ওষুধ খাইলে ভালো হইবো ডাক্তার দেখলে ভালো হইবো ওই হিসাবে নিয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা ঃ তো আপনি এই ডক্তারের কাছে নিবেন এটা কি আপনার কাছে কেন এই সিদ্ধান্তটা নেন কেন? কিবাবে, কারণটা কি?

উত্তরদাতাঃ এখন এই যে অনেকেই বলে এই দোকানে যারা অসুদ বিক্রি করে তাদের ডাক্তার, তারাতো আসলে ডাক্তার না, তারা হইলো দোকানদার তাদের কাছে যাইয়া যদি কোন ওসুধ আইনা খাই ওইটা আপনার দেখা গেল যে হিতে বিপরীতও হইতে পারে, ওইডার কোন গ্রান্টি নাই। এই জন্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়া দোকানদারের কাছ থেকে কিনা খাওয়াই

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা তাহলে প্রথম আপনার মাথায় আসে কোনটা? কার কাছে যাবেন?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের কাছে যামু ডাক্তারের কাছে ট্রিটমেন্ট– ডাক্তার দেখবো দেইখ্যা তার যদি মনে হইলো যে না পরীক্ষা করি আর যদি দেখলো না নরমালি কিছু পরীক্ষা করার দরকার নাই আপনি আপাতত ওষুধ খান না কমলে দুই/তিন দিন পর আইসেন তখন পরীক্ষা কইরা ওষুধ দেয়া যাবে।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, তাহলে ওনারা আপনাকে দেখে তার পর ওষুধ দেয়

উত্তরদাতাঃ ওষুধ দেয়

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনি কেন সিদ্ধান্ত নেন ওনার কাছে যাবেন?

উত্তরদাতাঃ ওনার কাছে গেলে দেখা গেল যে আপনের অ্যা অ্যা আপনের ওনার কাছে গেলে দেখাগেল যে ডাক্তার দেখবো সমস্যা আমরাতো অতটা বুঝি না, আমরা বুঝি না যে এইডা কিসের জন্য জ্বর আসে কিসের জন্য ই আসে যেমন কালকে আমার পাশের এলাকার এক লোক নিয়ে গেলাম জ্বর, সে ডাক্তারের– দোকান্দারের কাছের থিকা নাপা সিরাপ এইচ (Ace) এইগুলা খাওয়াইতো পরে আমি বললাম যে না ডাক্তারের কাছে দেখা পরে ডাক্তার দেখলো প্রস্রাব, রক্ত পরীক্ষা করলো, প্রস্রাবে ইনফেকশন এইডাতো আমরা জানতাম না, ডাক্তারের কাছে নিলাম পরীক্ষা করলো এইটা বাইর হইয়া আসলো , এহন মনে করেন প্রস্রাবের ইনফেকশনের ওষুধ দিলো ইনফেকশন গেলে আপনার জ্বর এমনিই কইমা যাইবো আর ঐটা যদি আমরা না জনতাম তাইলে আর আপনের যদি এইভাবে ওষুধ আইনা দিতাম তাহলে্ পনের সারতে অনেক দেরি লাগতো বা সারতো না।

প্রশ্নকর্তা ঃ তাহলে মানে আপনার মাথায় প্রথমেই আসে ঐ এমবিবিএস ডাক্তারের কাছে যাবেন

উত্তরদাতাঃ হয়

প্রশ্নকর্তা ঃ এটার কারণ কি কি বললেন?

উত্তরদাতাঃ কারণ সে তার কাছে যাবে যাওয়া পরে সে দেখবে দেখার পরে ওষুধ দেবে ওইটা মোটামুটি আপনের হান্ডেড পার্সেন্টই কাজ করবে। আর আমি একটা ওষুধ দেইখা আনুম ঐটাতো কাজ নাও করতে পারে, কারণ আমিতো ঐডা পুরাডা সম্পর্কে জানি না, বুঝি না,

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনি কি এই রকম ঔষধ আনেন কখনো এই দোকানগলো থেকে?

উত্তরদাতাঃ আনলে নরমাল হিসেবে আনি এই যেমন দেখা গেল আজকে একটু জ্বর হইতেছে দেখি একটা নাপা বা নাপা এক্সট্রা খাইলে যদি যায় এইরকম ই করি (ফোন বাজে) পরে এইভাবে যাই আর যদি দেখি যে তিন দিন চার দিন পরে জ্বর ভালো হইলো না তখন ডাক্তারের কাছে চইলা যাই।

প্রশ্নকর্তা ঃ প্রথমত হইছে প্রথম এই যে বললেন যে একটা ধরেণ– অসুস্থতা আসলে যে কোন ধরণের– অসুস্থতা বলতে আমরা কি বুঝি ? কাকে আপনে অসুস্থতা বলবেন? কিধরনের অসুস্থতা?

১৫ মিনিট ০০ সেকেন্ড

উত্তরদাতাঃ অসুস্থতা বলতে আপনের শরীর দুর্বল এখন দেখাগেল জ্বর আছে হাল্কা এইটাই অসুস্থ এইটা হইলে দেখা গেল আমি এই জায়গা থেকে ই করুম ওষুধ নিমু, ওষুধ নেয়ার পরে যদি দেখি না ঠিক হইতেছে না তহন ডাক্তারের কাছে যামু মানে নিজে একটা প্রাক্টিকাল ই আছে না নিজের একটা অভিজ্ঞতার মধ্যে যদি মনেকরেন যে, যেমন গ্যাষ্টিকের জন্য সেকলো খাইত হয় এটা আমরা জানি, রেনিটিড খাইতে হয় এইটা আমরা জানি এইটা সামথিং যেগুলা আমরা জানি এগুলা আমরাই নিজেরা আইনা খাই আর যেডা দেহি যে না আমরা বুঝি না, জানি না তহন ডাক্তারের কাছে যাই।

প্রশ্নকর্তা ঃ তাহলে আমরা সামথিং যেটা কথা বললেন সেটা কোন কোন টার জন্য আমরা নরমাল ডাক্তারের কাছে যাই? নরমাল ডাক্তার বা কোথায় যান বলছেন?

উত্তরদাতাঃ এই মানে আপনার ফার্মেসীতে

প্রশ্নকর্তা ঃ ফার্মেসীতে, কোন কোন কোনটার কোনটার জন্য ----

উত্তরদাতাঃ দেখাগেল আমার হঠাৎ কইরা একটু গ্যাষ্টিকের সমস্যা দেখা দিল বুকে ব্যথ্যা পরে আমি যাইয়া বললাম আমারে একটা সেকলো বা রেনিটেড দেন বা দেখাগেল শরীরটা গরম বা জ্বর জ্বর ভাব জ্বর মাপলাম নিজে জ্বর আছে হাল্কা তিন বা দুই এর উপরে আছে তহন আমি নাপা একটা বা নাপা এক্সট্রা একট খাইলাম, শরীল একটু ব্যথ্যা একটা ব্যাথার ট্যাবলেট খাইলাম

প্রশ্নকর্তা ঃ ব্যাথার কি ট্যাবলেটটা?

উত্তরদাতাঃ ব্যাথারতো আমি এখনো খাই নই ওটা কি আমি সঠিক জানি না আমি এখনো খাই নাই মানে কথা দেখাইলাম

প্রশ্নকর্তা ঃ কথা দেখাইলেন আচ্ছা, তাইলে আপনি নরমাল অসুখ বলতে আপনি বলতেছেন এগুলোকে আর একটু যদি মানে কোনটাকে আপনি -----

উত্তরদাতাঃ দেখাগেল যে জ্বর তিন চার দিনে গেল না,

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ অ্যা ত সেই পেক্ষিতেতো একটু সিরিয়াসলি হইতে পারে ওইটার সাথে অন্য একটা সমস্যা আছে

প্রশ্নকর্তা ঃ জি,

উত্তরদাতাঃ টাইফয়েট বা এইগুলা থাকে, সেই প্রেক্ষিতে ডাক্তারের কাছে যাইতে হবে।

প্রশ্নকর্তা ঃ কারণ কি ? এদের কাছে আপনি প্রথম যাচ্ছেন এখানে আর ওদের কাছে যাচ্ছেন একটু পরে মানে এই করণটা যদি একটু বুঝাইয়া বলবেন?

উত্তরদাতাঃ কানণটা বলতে মনে করেন যে এখন হাল্কা সমস্যা প্রথম যেহেতু জ্বর এমনেও আসে একটু কাজ করার প্রেক্ষিতেও আসে সে প্রেক্ষিতে একটা নাপা খাইলে যদি চইলা যায় এই জন্য দেখি না হইলে তহন ডাক্তারের কাছে যাওয়া যায়

প্রশ্নকর্তা ঃ প্রথমে কি তা হইলে আমরা ঐ ডাক্তারের কাছে যাইতে পারি না?

উত্তরদাতাঃ যাইতে পারি তখন ডাক্তারের কাছে গেলে দেখা যায় যে ডাক্তারের একটা এক্সট্রা ভজিট আছে ঐটা দিতে হইবো আর যদি মনেকরেন আমি একটা নাপা খাইলাম ঐটাতেই সাইরা গেল তাইলেতা আর ডাক্তারের ঐ ভিজিটটা নাগলো না সেই প্রেক্ষিতে

প্রশ্নকর্তা ঃ তাইলে একটা ভিজিটের একটা বিষয় আছে

উত্তরদাতাঃ একটা বিষয় আছে

প্রশ্নকর্তা ঃ যে ওনার কাছে গেলে-----

উত্তরদাতাঃ একটা ভিজিট আছে

প্রশ্নকর্তা ঃ আমাকে পয়সা --- খরচ করতে হচ্ছে আর এখানে আমি

উত্তরদাতাঃ নিজে নিজে

প্রশ্নকর্তা ঃ নিজে নিজে ইয়া করতে পারি, আর কোন কি কারণ আছে ?

উত্তরদাতাঃ না না আর কোন কারণ নাই। কোন কারন নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ ই ই চিকিৎসাতো আমরা পরামর্শের জন্য যাবো সে আমাকে চিকিৎসা করবে তো এখানে যাচ্ছি ওখানেও যাচ্ছি মানে আমি বুঝার চেষ্টা করছি আমরা আসলে আপনি যেমন সমাজের মানুষ আমিও তেমনি সমাজের মানুষ আপনি হয়তো মির্জাপুরের আমি হয়তোবা আর একটা জায়গার সবাই কিন্তু আমরা একই ---

উত্তরদাতাঃ একই

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনাদের বিষয়গুলো হইছে– আমরা বুঝার চেষ্টা করছি যে সব বাংলাদেমের সব মানুষের একই জিনিসটা চর্চাটা আমরা দেখবো এজন্য বলতে ছিলাম এইযে মানে প্রথম নরমাল সমস্যার জন্য এদের কাছে যাই এদের কাছে গেলে এরা কি আমাদের ওষুধগুলো মুখে মুখে দেয় না কিভাবে দেয়?

উত্তরদাতাঃ মুখেমুখে বলতে কিরকম?

প্রশ্নকর্তা ঃ এই মানে ---

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ যেটা আমি নরমাল ওষুধের জন্য মুখে মুখে বলি যে আমারে একটা নাপা দ্যান বা একটা রেনিটিড দ্যান, একটা সেকলো দেন এটা মুখে মুখে বলি, যখন ডাক্তারের কাছে যামু তখন সে যে প্রেক্রিপশন দিবো ঐ প্রেক্রিপশন নিয় যামু যে এই ওষুধগুলা আছে না, ঐভাবে নিয়া আসুম। আর নরমাল ওষুধতো মুখে মুখেই আনা হয়

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, তো এই নরমাল ওষুধের কথা বলতেছেন নরমাল ওষুধ এখানে কি নরমাল ওষুধ আরএকটু কোন পাওয়ার বা এন্টিবায়োটিকের কোন বিষয় আছে কিনা?

উত্তরদাতাঃ না না, ডাক্তার দেখানি ছাড়া এন্টিবায়োটিক কোন ওষুধই আমরা খাই না।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ কারণ যখনই এন্টিবায়োটিকের দরকার তহতো ডাক্তারের দরকার আছেই আর এন্টিবায়োটিক যদি আমার লাগে তাইলে আমি ডাক্তারের কাছে যামু ডাক্তার দিবে ঐটাই আমি খামু, আর নরমাল ওষুধ হইলে আর ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দরকার হয় না, ওইটা এমনিই দোকান থেকেই নিয়ে নেই।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্চা, তো এই যে নরমাল ওষুধের কথা বলছেন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন এখানে ডাক্তারের কাছে যেতে কি কোনধরণের– মানে গিয়ে কি কোন ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হন

উত্তরদাতাঃ না না

প্রশ্নকর্তা ঃ যে ওষুধটা নিতে ----

উত্তরদাতাঃ না না

প্রশ্নকর্তা ঃ কিরকম হয় বলেনতো?

উত্তরদাতাঃ ঐধরণের ই না, ডাক্তারের কাছে গেলাম যাওয়ার পরে হয়তো ডাক্তার আপনার দেখবে যে

প্রশ্নকর্তা ঃ (সামনে আগাইয়া আসেন)

উত্তরদাতাঃ (অসুবিধা নাই) ডাক্তার দেখবে যে এই এই সমস্যা তো আপনারতো জ্বর একটু উপরে তাইলে ই করেন আপনে হয়তো টাইফয়েড থাকতে পারে ব্লাডটা পরীক্ষা করেন সাথে সাথে উনি হয়তো ই করে আমি ব্লাডটা পরীক্ষা করি যদি দেখি কোন ধরণের সমস্যা আছে তাহলে আছে, না থাকলে নরমালি ওষুধ যেগুলা ওইগলা উনি দিয়া দেন

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, তো এখন আমি একটু শুনবো যে এখানকার যে ইয়েদের কাছে যান ডাক্তারদের কাছে প্রথম যে যাদের কাছে যান– নরমাল অসুখের কথা বলছেন আপনি তার মানে দুই ধরণর ––––

উত্তরদাতাঃ ফার্মেসীতে যাই নরমালি

প্রশ্নকর্তা ঃ নরমাল ফার্মেসীতে যান, আর অসুখের বিষয় দুই ধরণের অসুস্থতার কথা বলছেন একটা হইছে আমাদের স্বাভাবিক যে শরীর স্বাস্থ্য সেটা থেকে যদি একটু খারাপ লাগে তকন আমরা এদের কাছে যাচ্ছি আর এর থেকে যদি বেশী দুর্বল হইয়া যাই তাহলে আমরা

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের কাছে যাই

২০ মিনিট ০৩ সেকেন্ড

প্রশ্নকর্তা ঃ ঐ ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি এদের কি আমরা ডাক্তার বলতেছি প্রথম যাদের কাছে যান?

উত্তরদাতাঃ না না, তারা ডাক্তার না, তারা দোকানদার আরকি, তারাতো ডাক্তার না,

প্রশ্নকর্তা ঃ তো তারা কি করে ওষুধ দেয়?

উত্তরদাতাঃ তাদের তাদেরতো আমি বলি আমারে এই একটা জিনিস দেন মানে একটা সেকলো দেন তারা ঐ সেকলো দেয় তাদেরতো আমি বলি না যে আমার জ্বর আমারে একটা জ্বররের ওষুধ দেন ঐভাবে আমি বলি না।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা ,

উত্তরদাতাঃ আমি যেটা জানি আমি তাদেরকে ঐটা বলি ঐটা নিয়া আমি খাই। আর যখন আমি দেখি যে না এখন একটু সমস্যা বেশী এইডা আমি ঐভাবে চাইতে পারুম না তখন তাদের সাথে শেয়ার করি না, তখন ডাক্তারের সাথে শেয়ার কইরা তারপর ঐডা কিনা আনি।

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনি জানলেন কিভাবে যে এইটার জন্য সেকলো খেতে হবে বা এইটার জন্য– জ্বরের জন্য নাপা খাইতে হবে?

উত্তরদাতাঃ ওইতো মনে করেন আগে এক দিন গেছি যওয়ার পরে এইটা শুনছি বা যাওয়ার পরে ডাক্তারে দিছে ঐ হিসাবে হয়তো ব্রেন্টে আছে হেই জন্য ওইটা মানে কিছু কিছু ওষুধ আছে যে চিকিৎসা করতে করতে যেমন আমরা গরুর চিচিৎসাকরি এখন ওই গরু চিকিৎসা গরু পালতে পালতে এখন এতটা ই হইছি যে ডাক্তার ছাড়া মোটামুটি চিকিৎসা যেগুলা ওগুলা আমরা দিতে পারি ঐটা জানি যে প্রথম হয়তো ডাক্তার আইসা দিতো পাতলা পায়খানা হইলে আপনের সালভাডিন একটা ট্যাবলেট দিতো এখন ঐটা আমার মনে আছে আমি জানি ঐ সমস্যা হইলে আর ডাক্তার আনি না, নিজেই ট্রিটমেন্ট করি। ধরেরন এই ধরণের আগে হয় গ্যাস্টিকের জন্য সেকলো দিছিলো আমারে এই জন্য আমি মনে আছে গ্যস্টিক আসলে আমি সেকলোটা নিয়ে আসি। এইটাই

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, তো এই জন্য কি এই রকম কি কোন সময় এন্টিবায়োটিরেকর বিষয় আছে যেটা এন্টিবায়োটিক আপনি অ্য খাইছেন এই অসুস্থতার জন্য এন্টিবায়োটিক খাইছিলেন ----

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তা ঃ এটা ভালো হয়েগেছে এই জন্য আমি পরবর্তীতে এন্টিবায়োটিক এই জিনিসটা চেয়ে নিয়ে আসছি বা আনছি এই রকম কোন ঘটনা হইছে কি-না?

উত্তরদাতাঃ এইরকম বলতে আমার মেয়ের বেলায় হই ছিলো মানে ঠান্ডা আগে আমি ফাইমোক্সিল ডাক্তারে লেইখা দিছিলো পরে আবার যখন ঠান্ডা লাগলো পরে আমি ঐ ফাইমোক্সিলই আইনা খাওয়াইছি মানে বয়সের তুলনায় ডোজটা একটু বাড়াইয়া দিছে

প্রশ্নকর্তা ঃ এইটা কি আপনি সিদ্ধান্ত নিছেন না ----

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ, আমি সিদ্ধ্যান্ত নিছি

প্রশ্নকর্তা ঃ কিভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন ?

উত্তরদাতাঃ ওইতো ডাক্তার দিছিলো আগে দেখছি যে ৬ মাসের বাচ্চাদের ধরেন ১০ ফোটা খাওয়ানো যায়, তাইলে ৭ মাস হইছে আমি ২ ফোটা বাড়াইয়া ১২ ফোঁটা খাওয়াইলাম

প্রশ্নকর্তা ঃ এই সিদ্ধান্তটা আপনি কিভাবে নিলেন?

উত্তরদাতাঃ মাথায় আসছে বিধায় নিছি

প্রশ্নকর্তা ঃ মাথায় আসছে বিষয় বিষয়টা– তো যখন আগে ১০ ফোটা খাইতো তখন বয়স ছিলো কত?

উত্তরদাতাঃ তখন ধরেন আনুমানিক ৬ মাস, পরে ধরেন অসুস্থ হইলো ৭ মাসে

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ তাইলে ১ মাস বাইড়া গেল তহন আমি বললাম ১ মাস যেহেতু বাড়ছে সে হিসাবে ২ ফোঁটা বাড়াইয়া খাওয়ার জন্য অথবা ফোনে নরমালি ডাক্তার যারা আছে আপনার ক্লিনিকে ছোটখাটো ডাক্তার সব সময় বসে তাদের সাথে পরামর্শ করলাম তারা বললো

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনার ক্ষেত্রে যেটা হইছে আমরা আসলে সেই জিনিসটাই জানবো আপনে যেটা করছেন কারণ হইছে ....ভাই আমি কিন্তু আপনার ভাইর মতোই

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ তা অবশ্যই

প্রশ্নকর্তা ঃ তো আমরা আমরা যেটা করি আমরা সেটাই বলবো, আমরা যেটা করছি সেটাই বলবো, আমরা যেটা করবো সেটাই আমরা

উত্তরদাতাঃ সেটাই বলবো

প্রশ্নকর্তা ঃ এক্ষেত্রে আমরা আসলে কোন ধরনের গোপনীয়তার কিছু নেই

উত্তরদাতাঃ না, তা নাই।

প্রশ্নকর্তা ঃ যেটা আপনি ২৩.০০

উত্তরদাতাঃ যেটা আমি খাওয়াইছি

প্রশ্নকর্তা ঃ যেটা আপনি খাওয়াইছেন সেটাতো আমি বলবো ভাই আপনি খাওয়াইছেন সেটা হইয়া গেছে, সেটা না,

উত্তরদাতাঃ তাতো ঠিকাছে

প্রশ্নকর্তা ঃ যেটা আমরা করি

উত্তরদাতাঃ সেটাই বলবো

প্রশ্নকর্তা ঃ সেটাই জানতে চাই, তাইলে কি হইছিলো তখন একটু বলেনতো?

উত্তরদাতাঃ তখন মনে করেন একটা আনছি ফাইমক্সিল আইনা দেখলম যে একটু আগের চেয়েতো এক মাস একটু বয়স বেশি বা ২ মাস বেশি সেই প্রেক্ষিতে ঐ ডোজ অনুজায়ী একটু বাড়িয়ে দেই ঐ হিসাবে বাড়াইয়া খাওয়াইছি

প্রশ্নকর্তা ঃ কেন? তখন আপনি ডাক্তারের কাছে কেন গেলেন না? কারনটা কি?

উত্তরদাতাঃ তখন মনে হইলো ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার এই ওষুধটাই দিতো, ডাক্তারের কাছে শুধু শুধু গেলে ২০০/৩০০ টাকা ভিজিট যাবে তো সেই প্রেক্ষিতে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রশ্ন আসেনা কারণ ঐটা খাইলে যদি আগের বার খাওয়ার পরে যদি ভালো হয় তাহলেতো এবারও ভালো হবে কারণ একটু বয়স বাড়লে একটু ডোজটা বাড়াইয়া দিলেই হয়

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, এটা কবে বাচ্চাকে খাওয়াইছিলেন?

উত্তরদাতাঃ অনেক আগে মনেকরেন এখনতো ২০ মাস ১৯ মাসের মতো হয়ে গেছে, তখন ৬/৭ মাস আছিলো বা ৯ মাস আছিলো ঐটাইমে এতডা আমার মনে নাই আরকি।

প্রশ্নকর্তা ঃ তাহইলে একটা হইছে যে তখন আপনি চিন্তা করছেন যে আবার গেলে তার ভিজিটটা লাগবে আর কোন কি বিষয় আছে যে যাতায়াতের বিষয় বা আপনি যদি বলেন যে অ্য ওকে নিয়ে যাবে কে? এ রকম মানে কি হয়? আসলে আমাদের পরিবারগুলোতে আমরা কি করি একচুয়ালি বাচ্চা অসুস্থ হলে

উত্তরদাতাঃ না, নিয়ে যাওয়া কোন সমস্যা না, দেখাগেল আমি না থেকালে আমার বাবারে পাঠায়, বাবা না থাকলে মারে পাঠায় মানে একজন না একজন সবসময় ফ্রি থাকে, সব সময় মানে সবাই যে এক সময় ব্যস্ত তা না। এখন আমি ব্যস্ত দেখা গেছে আর একজন ফ্রি আছে, আরেক জন ব্যস্ত আমি ফ্রি আছি এভাবে চলে আরকি। যাতায়াতে কোন সমস্যা নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ যাতায়াতে কোন সমস্যা নাই, তা ব্যস্ততার বিষয়টাও আপনি বললেন যে– না-কি ধরেন ওকে নিয়ে যাবো নেয়া আনাতে একটা সমস্যা?

উত্তরদাতাঃ না, না ওই ধরণের কোন সমস্যা নাই যদি বলি যে একটু সমস্যা বেশি হইছে তাহলে ১০০% নিয়ে যাবো ওইটাতে আর ভুল নাই। আমি একটা দিলাম প্রাথমিক ভাবে ঐ ডাক্তারের দেখা অনুযাই মনে করেরন ঐটা দিলাম এন্টিবায়োটিকটা দিলাম দেখা গেল যে না সাইরা উঠলো না, তখন আমি আবার ডাক্তারের কাছে যামু আর যদি দেখি সাইরা উঠলো তাহলেতো আর যাওয়া দরকার নাই।

২৫ মিনিট ০০ সেরকন্ড

প্রশ্নকর্তা ঃ তাহলে আপনি এইটা বুঝতে পারছেন যে বাচ্চা এইটা খাইলে সুস্থ হইয়া যাবে

উত্তরনদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তা ঃ এবং অনুমান করছেন যে এই ওষুধটাই সে দিতে পারে আর অন্য এটাতো বাবুর দিক থেকে গেল আর অন্যান্য পরিবারের আর কোন সদস্যের ক্ষেত্রে কি এরকম কোন ঘটনা ঘটছে?

উত্তরদাতাঃ না, ওইভাবে এখনো আমাদের ফ্যামিলিতে অসুস্থ হয় নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ ভাবিতো আমি জানি ভাবি একটু অসুস্থ আছে বমি বমি ভাব বা হজমের একটা প্রব্লেম আছে

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ এইটা আছে তখন আমি হয়তো আগে বমির জন্য একটা ওষুধ খাওয়াইছি এখন ঐটাই খাওয়ায় কারন ঐটা ডাক্তার লেখছে বমির জন্য সেই হিসাবে আমি হয়তো যারা ফার্মেসী আছে ওরাও জানে যে বমির জন্য ঐ ওষধ আমি ওদের সাথে যোগাযোগ করছি আপনের ই নিয়া ঐ প্রেসকিপশনটা নিয়া যে এই ওষুধটা কিসের ধরেন দেখা গেল বমির জন্য ওমিডন আমি বললাম এই ওমিডনটা কিসের সে বলল এটা বমির বা ডাক্তারের কাছে জিগাইলাম এই ওষুধটা যে আপনি লিখছেন ওমিডন এটা কিসের, সে বলল বমির ঐটা আমার নলেজে আছে দেখা গেল আরেকবার ঐ সমস্যাটা হইলো আমি ঐ ওমিডন নিয়ে আসলাম

প্রশ্নকর্তা ঃ মানে একবার যেটা জানি ধরেন এটা কিন্তু সে ক্ষেত্রে কি এরকম হয় না যে ধরেরণ এক বছর আগে খাওয়াইছেন এক বছর পরেতো মানুষের চেঞ্জ আসতে পারে শারীরিক চেঞ্জ আসতে পারে

উত্তরদাতাঃ চেঞ্জ আসতে পারে

প্রশ্নকর্তা ঃ তাহলে সে ক্ষেত্রে কি মনে হয় আপনার কাছে আমরা যাচ্ছি যে সেটা ডাক্তারের পরামর্শের প্রয়োজন আছে কি-না

উত্তরদাতাঃ না, সেতো আছেই নরমালিভাবে প্রথম অবস্থায় যেমন বমি আসে যে এটার জন্য আমি ডাক্তার দেখাইছি এই কিছু দিন আগে ডাক্তার দেখাইছে মাস খানেক হইছে উনি মনেকরেণ যে ঐটাই দিছে

প্রশ্নকর্তা ঃ কত কত খানে?

উত্তরদাতাঃ মাসেক

প্রশ্নকর্তা ঃ এক মাস?

উত্তরদাতাঃ এক মাস আগে, পরে উনিরে বইলছে যে আমিতো বমির জন্য আগে এইটা খাইতাম বমির জন্য এখন খাওয়া চলবো? ডাক্তার বলছে হ্যাঁ খাওয়া চলবে। এখন ঐটাই খাওয়াইতেছি মানে প্রথম অবস্থায় যদি দুই /এক দিন দেখি না সমস্যা যহন ডাক্তারের কাছে যাইতে হইবো তহন সব সমস্যার কথাই বলবো যেহেতু মানে এক সাথ সবগুলা বললে এক সাথে সমাধা হইয়া আসলো আজকে দুইটা বললাম আর দুইটা রাইখ্যা আইলাম আরেক দিন যাইতে হইবো ঐভাবে না। আজকে গেছি আজকে সব বইলা ঐডার একটা সমাধান নিয়া আসমু আজকেই।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, তাইলে এই একবার যে প্রেসক্রিপশন দিয়েছে এইটা কত দিন পর্যন্ত মনে রাখেন বা চালান?

উত্তরদাতাঃ দেখাগেল ঐটা আমি আজকে প্রেসক্রিপশন দিছে ঐটা আমি আজকে নিয়া আসছি কালকে দেখা গেল ঐ সমস্যা হইলো আমি ট্রিটমেন্ট দিমু, ঐটার অনুজযাই দিমু যদি দেখাগেল ভালো হইলো তাহলে তো হইলোই আর ভালো না হইলে সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে যামু।

প্রশ্নকর্তা ঃ তারমানে?

উত্তরদাতাঃ ঐটা হইতে পারে আপনার ১ বছরও যায় আবার হইতে পারে ১ মাসও যায় কারণ ঐটা আমি দিতেই থাকমু টিটমেন্ট ঐভাবেই দিতে থাকমু। যদি দেখি যে না সব সময়ই এটা ভালো হয় তইলেতো আমার ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দরকার নাই। আর যদি না এবার দিলাম ১৫ দিন পর আবার সমস্যাটা ঐই রইলো তহন আবার আমি ১৫ দিন পর নিয়ে যামু আর যদি দেখি না ২ বছরের মধ্যে এইটাই খাওয়াইতেছি সমস্যা নাই তাইলে আমি ঐটাই খাওয়ামু।

প্রশ্নকর্তা ঃ এাইটা খাওয়ালে সে একটু ভালোহয় -----

উত্তরদাতাঃ ভালো হয় ----

প্রশ্নকর্তা ঃ ভালো হয় সেই জন্য আপনি ঐএকটাই চালাচ্ছেন

উত্তরদাতাঃ একটাই

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, আচ্ছা তো বলছিলেন যে এই ওষুধের কথা যখন আসছে আমরা একটু ওষুধ নিয়া কথা বলি– কোন্ ওষুধ কোন ওষুধের যদি দরকার হয় তাহলে আপনি কোথায় যান?

উত্তরদাতাঃ ওষুধের যদি দরকার হয় মনেকরেন ডাক্তার আমাকে প্রেসক্রিপশন লিখে দিলো ওষুধের দরকার এখন তখন আমি ফার্মেসীতে যামু।

প্রশ্নকর্তা ঃ কোথায় এই ফার্মেসীটা?

উত্তরদাতাঃ দেখাগেল পাশের শহরে যাওয়ার পর আমারে প্রেসক্রিপশন দিলো তাহলে পাশের শহরে যেকোন ফার্মেসীতে যাইতে হইবো। নিজ এলাকার ডাক্তার একটা ফার্মেসী– প্রেসক্রিপশন দিল নিজ বাজারের ফার্মেসীতে যামু মানে যে জায়গায় দরকার দেখাগেল একটা রুগী নিয়ে আমি ঢাকা গেলাম ঐ ঢাকায় এক ডাক্তার প্রেসক্রিপশন দিলো তখনতো আমি ঐ জায়গা থিকাই ওষুধগুলা নিমু মানে যখন যে জায়গায় দরকার ঐ জায়গা থেকেই নিমু।

প্রশ্নকর্তা ঃ সিদ্ধান্তটা নেয় কে? এই যে ওষুধটা ঐখান থেকে নেবো বা নেবো না এই সিদ্ধান্তটা নেয় কে?

উত্তরদাতাঃ সিদ্ধান্ত দেখাগেল আমার ফ্যামিলির ক্ষেত্রে হইলে আমি নিমু বা অন্য কারো ক্ষেত্রে হইলে অন্য কেউ নিবো

প্রশ্নকর্তা ঃ মানে আমিতো আপনার ফ্যামিলিতে আপনিতো আপনার ---

উত্তরদাতাঃ তাহলে অবশ্যই আমি নিমু

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনি তাইলে সিদ্ধান্তগুলো নেন আপনি কার কাছ থেকে ওষুধ নিবেন

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, ওষুধ কিনতে কে যায়?

উত্তরদাতাঃ ওষুধ কিনতে আমি যাই আমি থাকলে আমি যাই দেখাগেল এখন বাবা আব্বা বাবা গেছে ওষুধ ইয়া রুগী নিয়া দেখাগেল যে আমার ফ্যালির কেউ আমার মেয়ে অসুস্থ আমার বাবা গেল তারে নিয়া ঐ জায়গায় প্রেসক্রিপশন দিলো তাই ঐ জায়গায় ওষুধ কিনা বাবাই নিয়া আসবো

প্রশ্নকর্তা ঃ তো এখন এই ওষুধের দোকানগুলোতে আপনারা যাচ্ছোন ঐ দোকানগুলোতে কেন যাচ্ছেন? অন্য কোথাও কি যাওয়ার সুযোগ ছিল কি-না? মানে আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ না, মানে আমি যেকোন জায়গায় যাইতে পারি কারণ আমার যেহেতু আমারে প্রেসক্রিপশন দিয়া দিছে ওষুধের ডোজ সব কিছু দিয়া দিছে আমি যেকোন ইয়া থেকে আনতে পারি হইতে পারে যে ঐ হাসপাতালে যে ফার্মেসী আছে ঐটার থিকা আনি বাহিরের থেকে আনি মানে যে জায়গায় যাই ওষুধের যেহেতু দরকার আমার ফার্মেসীতে যাইতেই হবে। সেই প্রেক্ষিতে যে কোন ফার্মেসী থেকে আমি আনতে পারি অসুবিধা নাই।

প্রশ্নকর্তা ঃ সর্ব শেষ কার জন্য ওষুধ কিনছেন? কোথা থেকে কিনছেন?

৩০ মিনিট ০০ সেকেন্ড

উত্তরদাতাঃ সর্ব শেষ কালকে ওষুধ কিনছি বাড়ির জন্য মানে আমার ওয়াইফ এর জন্য কালকে কিনছি ফার্মেসী থিকা

প্রশ্নকর্তা ঃ কি ওষুধ কিনছিলেন?

উত্তরদাতাঃ ঐটা কিনছি আপনের ওমিডন বমির বমির

প্রশ্নকর্তা ঃ আর?

উত্তরদাতাঃ আর কিছু না, ঐটাই

প্রশ্নকর্তা ঃ শুধু ওমিডনটা কিনছিলেন

উত্তরদাতাঃ ওমিডনটা

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা কি হইছিলো? কি জন্য কিনছিলেন?

উত্তরদাতাঃ ওইযে বলে বমি বমি আসে পরে বললাম যে বমির ওইটা নিয়া যাই, পরের রাতে ৮ টার দিকে বলছে আমি বাজারে ছিলাম পরে ওইটা আসার পথে নিয়া আসছি

প্রশ্নকর্তা ঃ এইটা কি আপনি কিভাবে সিদ্ধান্তটা নিলেন যে ওমিডনটা নিবেন ?

উত্তরদাতাঃ আগে একবার ডাক্তার দিছিলো সেই প্রেক্ষিতে এইটা বমির জানলাম যে এইটা বমির সেই প্রেক্ষিতে ওইটাই আনি

প্রশ্নকর্তা ঃ শুধু কি একটাই ওষুধ না আরো কোন ওষুধ আছে?

উত্তরদাতাঃ একটাই আনছি আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ আর কোন ওষুধ কি ডাক্তার দিছিলেন?

উত্তরদাতাঃ অন্য দিছে ঐ যনহ সমস্যাটা আসে তহন ঐটা আনি মানে যখন যে সমস্যা আসে তখন ঐটা ----

প্রশ্নকর্তা ঃ সেই ক্ষেত্রে কি কোন এন্টিবায়োটিক আনছেন? এন্টিবায়োটিক দিয়েছে?

উত্তরদাতাঃ না এন্টিবায়োটিক ওইভাবে আনি নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ কোন ডাক্তার কি এন্টিবায়োটিক দিয়েছিলো আপনাদের এই রকম যেমন বাবুর ক্ষেত্রে যেরকম বলেছিলেন ভাবির জন্য এরকম কোন এন্টিবায়েটিক দিয়েছিলো কি?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ এন্টিবায়োটিকতো দিছে এমনও এন্টিবায়োটিক দিছে আগে যার দাম একএক ট্যাবলেটের দাম ৪৫-৪৬ টাকা এগুলাও দিছি ৭ দিন খাওয়াইতে হইবো একাধারে আজকে ৭ দিনের মধ্যে ৩ দিন হইলো একবার ঐটা খাইলো না, তাইলে আমি যতদুর জানি ডাক্তারের কাছে শুনছি যে ঐডা এমনভাবে খাওয়াইতে হইবো যে আজকে তিন দিন খাওয়ার পরে দেখাগেল ১ দিন গ্যাপ হলো তখন ঐটা আবার পুনরায় ৭ দিন খাইতে হইবো তখন মনেকরেন ঐটা পুরাটা আনি পুরাটা এক তালে খাওয়াইয়া দেই পাশে কোন গ্যাপ রাখতে দিই না, মাঝখানে কোন গ্যাপ রাখতে দেই না,

প্রশ্নকর্তা ঃ তো এই এন্টিগুলা কবে খাওয়াইছিলেন?

উত্তরদাতাঃ এইটা মনে নাই আমার অনেক দিন আগে খাওয়াইছি তবে

প্রশ্নকর্তা ঃ খাওয়াইছেন তবে অনেক দিন আগে হইছে না তো এই যে তাকে এই নির্দিষ্ট নিয়ম টাইম ডিউরেশন এগুলা মেনে চলতে হবে একথাগুলা কে বলছিলো আপনাকে?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তার বলছিলো সেইভাবে আমি বলি

প্রশ্নকর্তা ঃ সেইগুলো আপনি বাসায় এসে

উত্তরদাতাঃ বুঝাইয়া দেই বলি

প্রশ্নকর্তা ঃ এইভাবে এইভাবে খাবা না,

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা আপনারতো ভালোই এ বিষয়ে একটু ইয়া আছে তো এখন আমি এন্টিবায়োটিকের বিষয়টা আগে একটু জানবো সেটা হইছে এই যে ওসুধের দোকানগুলোতে যান ওষুধের দেকানগুলোতে গিয়া ওখানে কি কি ধরণের ওষুধ পান?

উত্তরদাতাঃ আমি যে কোন দোকানে গেলে সব ধরণের ওষুধ একটা দোকানে থাকে সেই প্রেক্ষিতে আমি যেটা চাই দেখাগেল আমি চাইলাম ঐটা আছে নিয়া আইলাম একটা নাই পাশের আর একটা দোকানে দেখলাম মানে ওষুধতো দোকানে থাকেই যেকোন ওষুধ থাকে এক দোকানে না থাকলে আরেক দোকানে থাকে ওইটা খুঁইজা নিয়া আসি।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, এই কোন কোন রোগের বা কি ওষুধের নাম যদি একটু বলেন আমাকে

উত্তরদাতাঃ আপনার এন্টিবায়োটিকে না নরমাল?

প্রশ্নকর্তা ঃ এন্টিবায়োটিক নরমাল সব মিলিয়ে

উত্তরদাতাঃ ধরেন এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে যদি বাচ্চাদের ঠান্ডা জ্বর আসে তাইলে আপনার ফাইমক্সিল এইগুলা খাওয়ায় আবার আমাদের ক্ষেত্রে যদি ই হয় তাইলে আমরা ঐধরণেরই কিছু হয়তো আমরা ক্যাপসুল খাই বাচ্চাদের ই খাওয়ায় তার পর আরো কিছু এন্টিবায়োটিক আছে যেগুলা আপনের পাউডার বাড়িতে আইনা মিক্সকরতে হয় ঐডা ডাক্তার বইলাদেয় এইভাে এইভাবে গরম পানি ফুটাইয়া ঠান্ডা কইরা তারপরে মিক্স কইরা খাওয়ান

প্রশ্নকর্তা ঃ কাকে?

উত্তরদাতাঃ যার ক্ষেত্রে মানে অসুস্থ তাকেই খাওয়ায়, দেখাগেল সেক্ষেত্রে আমিও হইতে পারি আরেক জনও হইতে পারে

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, সেইটা কি ছোট বাচ্চাদের কথা না বড়দের জন্য ঐ পউডারটা -----

উত্তরদাতাঃ না না বড়দের জন্য আমি পাউডার খাওয়াই নাই, ছোটদের ক্ষেত্রেই খাওয়াইছি

প্রশ্নকর্তা ঃ ছোটদের ক্ষেত্রে খাওয়াইছেন এই পাউডারটা গোলাইয়া খাওয়াইছেন অ্যা, আচ্ছা, তো এখন আপনি বলতে ছিলেন একটা একটা ওষুধের দাম ৪০-৫০ টাকা এই ওষুধগুলার নাম কি?

উত্তরদাতাঃ নামটা আমার মনে নাই খাওয়াইঠি অনেক দিন আগে নামটা মনে নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, ওগুলা কি ওগুলা কে

উত্তরদাতাঃ এই ডাক্তার দিছিলো

প্রশ্নকর্তা ঃ ডাক্তার দিছিলো

উত্তরদাতাঃ প্রেসক্রিপশন দিছিলো

প্রশ্নকর্তা ঃ পরে কি আপনে প্রেসক্রিপশন দেখাইয়া আনছেন না ----

উত্তরদাতাঃ না প্রেসক্রিপশন দেখাইয়া আনছি অথবা দেখাগেল ওষুদের নামটা আমি পরলাম আমার এখন মনে আছে আমি ডাক্তাররে বললাম যে ঐ ওষুধ দেন উনি দিয়া দিলো তারপরে দেখাগেল যে আরেক দিন আমি একটা ওষুধ সট পরছে বা কম পরছে বা একসময় টাকা ছিলো না, আনতে পারি নাই ভাবছি পরে আনুম বাড়ি থিকা ফোন দিলো যে এই ওষুধটা নাই তখন ঐ ওষুধটা নিয়া আসলাম

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা এই যে ওষুধ আনতে যান সেই ওষুধটা সে ওসুধটা কি এন্টিবায়োটিক এটা?

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক হতে পারে যেকোনটা হতে পারে

প্রশ্নকর্তা ঃ এন্টিবায়োটিক যদি আপনি কিনতে যান তাহলে কি এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপশন লাগে?

উত্তরদাতাঃ মানে দোকানে প্রেসক্রিপশন লাগে না, দোকানে আমি যদি বলি আমাকে এইটা দেন উনি দিয়া দিবো, আমি নাম বললেই দিয়া দিবো। সেই ক্ষেত্রে ওইটা বিষ হইলেও দোকানদারেরা দিয়া দেয়।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্চা আচ্ছা,

উত্তরদাতাঃ কারণ দোকানদাররাতো বলেনা যে তুমি যে এন্টিবায়োটিক নিবা এটা কোন ডাক্তার দিছে বা প্রেসক্রিপশন দেখাও বা এইরকম কোন ই নাই আমাদের এই দিকে দোকানদারের কাছে যেকোন ওষুধ চাইলে তারা দেয় দিয়া দেয়

প্রশ্নকর্তা ঃ কেন তারা এটা আপনার কাছে কি মনে হয় কি কারনে তারা আপনাকে মানে কাষ্টমারকে দিয়া দেয়?

উত্তরদাতাঃ তাদের হয়তো বিক্রি করা দরকার সেই প্রেক্ষিতে অতটা ই করে না যে আমি আজকে প্রেসক্রিপশন দেইখ্যা দিমু তখন যদি কোনা সমস্যা হয় তহন হে বলবো আমার কাছে চাইছিলো আমি দিছি এই ধরণের। মানে ঐডা সরকারের কাছে থেকে কোন নিয়ম নাই হয়তো নিয়ম থাকতেও পারে আমরা জানি না, সেই পরিপ্রেক্ষিতে তারা ঐটা ব্যবহার করেনা।

৩৫ মিনিট ০৫ সেকেন্ড

প্রশ্নকর্তা ঃ মানে নিয়ম নাই বলতে কি? প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রির নাই,না-কি---

উত্তরদাতাঃ না, ঐটা আমি বলতে পারবো না ভালো,

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, তো মানে তাইলে ওরা কেন মানে অ্যা কোন ধরণের প্রেসক্রিপশন ছাড়া– এদর কি কোন লাইসেন্স আছে? মানে আপনার জানা মতে

উত্তরদাতাঃ হ্যা লাইসেন্স ফার্মেসীর লাইসেন্স আছে যারা মানে লইসেন্স ছাড়া কোন ফার্মেসীর ইয়ে নাই মানে আমার জান মতে এই ছাইটে নাই সেই পরিপ্রেক্ষিতে সবাই লাইসেন্স আছে।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, তাইলে এরাতো আবার ডাক্তারিও করে?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারি করে, এই জন্যই আমি বলছি যে অনেকেই মনে করে তারা ডাক্তার, যাইয়া– রুগী নিয়া যায় যাইয়া বলে– আপনার ক্লিনিকে গেলে ২০০ টাকা ভিজিট লাগে ৩০০ টাকা ভিজিট লাগে তারা ক্লিনিকে নিবো না, তারা ঐ জায়গায় ভিজিট ছাড়া ঐ যায়গায় নিয়া যাইবো বলবো যে এই এই সমস্যা হইছে তখন ডাক্তার যে কোন ওষুধ দেয়, সেই প্রেক্ষিতে আমি ঐটা করি না কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি দেখি এই রকম হয়।

প্রশ্নকর্তা ঃ তো তাইলে এরা কিসের ভিত্তিতে মানে ওষুধগুলো দেয় বা এরা কি?

উত্তরদাতাঃ ওটা আপনের গ্রামাঞ্চলতো সেই প্রেক্ষিতে গ্রামের লোকজন অতটা ই না সচেতন না, তারা মনে করে যে উনিই মনে হয় ডাক্তার সেই প্রেক্ষিতে তারা যায় কিন্তু গ্রামের লোক জন জানে না যে আসলে তারা ডাক্তার না দোকানদার, তারা ওই এতটা বোঝে না আরকি।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা আচ্ছা, এই যে মুখে মুখে তারা বিক্রি করতেছে আপনি যে একটা কথা বললেন যে বিষ চাইলেও তারা দিয়া দেয়

উত্তরদাতাঃ দিয়া দেয়

প্রশ্নকর্তা ঃ এটা কিভাবে তারা দিতে পারে, আপনার কাছে কি মনে হয় কেন তারা দেয়?

উত্তরদাতাঃ তাদের লাভ হয়, দেখাগেল আপনে একটা ওষুধ নিলেন ১০ টকা লাভ হইলে সেই প্রেক্ষিতে সে আর ঐ প্রেসক্রিপশন যে কোন ডাক্তার দিলো বা কিষের জন্য এত হস্ত ন্যাস্ত নাই তারা খালি দিয়া দিবো। মানে যেটাই চামু দিয়া দিবো।

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনার অভিজ্ঞতায় কি কখনো এই রকম হইছে যে অ্যা আপনি গেছেন আপনাকে বলছে যে না আপনারতো

উত্তরদাতাঃ প্রেসক্রিশন নই, না আমার

প্রশ্নকর্তা ঃ প্রেসক্রিপশন কিছু আনেন নাই আমি দিতে পারবো না?

উত্তরদাতাঃ না না আমার অভিজ্ঞতা এরকম হয় নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনি কি দেখেছেন?

উত্তরদাতাঃ আমি মনেকরেন আমি যদি ওষুধের জন্য গেছি যাওয়ার পরে সে দিয়া দিছে। আমাকে আর বলে নাই যে এই ওষুধটা যে নিতেছো এইটা কঠিন এইটা কি আসলে প্রেসক্রিপশনে লেখছে কি লেখে নাই ডাক্তার, কিভাবে খাওয়াইবা ওইটা আমার কাছে বলে নাই, আমি যেকোন ওষুধের নাম বলছি আমারে দিয়া দিছে, যেকোন দোকানে মানে আমি অনেক দোকান থেকে অনেক ওষুধ নিছি ঢাকা থেকে দেখাগেল আসে পাশের আনেক রুগী নিয়াও আমার যাইতে হয় সেই হিসাবে আত্মীয় স্বজন নিয়া যাইতে হয় যেকোন যায়গায় আমি গেছি ঢাকয় বিভিন্ন জায়গায় কেউ আমার কাছে প্রেসক্রিপশন চায় নাই। ওষুধের নাম বললে দিয়া দিছে। যেকোন ফার্মেসীতে।

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনার কাছে কি মনে হয় কেন তারা ---

উত্তরদাতাঃ এইভাবে দেয়ার

প্রশ্নকর্তা ঃ এন্টিবায়োটিকের কথা বলি এন্টিবায়োটিক কি প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রি করা উচিৎ?

উত্তরদাতাঃ উচিৎ না, এটা উচিৎ না এজন্যই আমি বললাম একটা এন্টিবায়োটিক একজন বুঝে না

প্রশ্নকর্তা ঃ জি

উত্তরদাতাঃ তারা বললো যে এই ওষুধটা দেন ঐটা যে এন্টিবায়োটিক, এন্টিবায়োটিকের যে কতটা পাওয়ার কতটা ক্ষমতা এইডা অনেকে জানে না। তখন ঐ প্রেক্ষিতে ফামেসীতে যাইয়া বললো ১০ টাকা লাভ হইলো দেইখ্যা হে দিয়া দিলো ঐটা এমন হইতে পারে যে ঐটা খাওয়ানের নিয়ম সে বুঝে না, নিয়ম ই হয় না, তখন ঐটা কোন কাজ করবে না বা কাজ একটু বিপরীত কইরা

ফালাইবো তখন ঐ ক্ষেত্রে ক্ষতি হইবো এটা ফার্মেসীর কোন জন যদি সরকারের নিয়মে যদি এইডা থাকতো যে এন্টিবায়োটিক কোন ওষুধ নিলে এমবিবিএস ডাক্তারের আপনার ই লাগবো অ্যা পেসক্রিপশন লাগবো এইটা হইলে ভালো হয়।

প্রশ্নকর্তা ঃ এই রকম কি আছে আমাদের দেশে এখন?

উত্তরদাতাঃ না, আমাদের দেশে নাই। তবে এটা থাকলে ভালো হয় আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ কেন ভালো হয়?

উত্তরদাতাঃ মানে অ্য অনেক মানুষ আছে আসলে বুঝে না

প্রশ্নকর্তা ঃ জি

উত্তরদাতাঃ এইটার গুনাগুণ কি সেই প্রেক্ষিতে দেখাগেল আমি এন্টিবায়োটিক নিয়া আসলাম আনার পরে একটা রুগীরে খাওয়াইলাম আমি ডোজ বুঝলাম না, কোন কিছু বুঝলাম না, অসুস্থ হয়েগেল।

প্রশ্নকর্তা ঃ জি

উত্তরদাতাঃ তখনতো মনে করেন যে সে বুঝবে না সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে নিয়া যাইবো গ্রামের লোক জনের কাছে টাকা পয়সা এতটা কম দৌরাদৌরি করার জন্য খরচ বেশি শুরুতে যদি সে ডাক্তারের কাছ থেকে প্রেসক্রিপশন নিয়া আনতো তাহলে এই বাড়তি খরচটা হইতো না, বা একজন লোক মারাও যাইতে পারে আপনার এই ভূল ওষুধ খাওয়ানোর কারণে এন্টিবায়োটিকতো একটু ই সেই প্রেক্ষিতে প্রেসক্রিপশন থাকলে প্রেসক্রিপশন নিয়া গেলে ডাক্তার যদি আপনার– দোকানদাররা যদি দেয় সেই প্রেক্ষিতে ভালো সরকার এই নিয়মটা করা ভালো, সবার জন্য ভালো হয়।

প্রশ্নকর্তা ঃ এখন এন্টিবায়োটিকটা কি ? এন্টিবায়োটিক বলতে আমরা কোনটাকে কি বুঝি?

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক বলতে একটা আপনের এটা পাওয়ারফুল ওষুধ, মানে এটার কাজ দ্রুত হয়, আপনের ডোজ পরিমান মতো হইলে এটার কাজ হান্ডেটে ১০০% করে। সেই প্রেক্ষিতে এন্টিবায়োটিক আপনের নিয়ম নিতিতে মাইনা কিনা খাওয়ানোই ঠিক, এইটাই দরকার আর কি।

প্রশ্নকর্তা ঃ তাইলে এন্টিবায়োটিক হইছে একটা পাওয়ারের

উত্তরদাতাঃ পাওয়ার একটা পাওয়ারফুল ওষুধ

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, এটা কি করে? এটা শরীরে কিভাবে কাজ করে আপনে জানেন?

উত্তরদাতাঃ এতটা জানি না, তবে যতটা জানি এটা শরীরের ভিতরে পরলে শিরায় শিরায় সাথে সাথে কাজ করে আরকি কাজ শুরু কারে

প্রশ্নকর্তা ঃ কি? কিসের কাজ করে?

উত্তরদাতাঃ যে কান রোগের কাজ, দেখাগেল আমি একটা রোগের জন্য এন্টিবায়োটিক খাইলাম ঐ রোগেরই কাজ করে

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, কিভাবে কাজ করে? সে কি করে ভিতরে যাইয়া? মানে আপনার কাছে কি মনে হয়?

৪০ মিনিট ০০ সেকেন্ড

উত্তরদাতাঃ আমিতো ঐভাবে এখনো অসুস্থ হইনাই বা খাইনাই ওইভাবে পাওয়ারফুল এন্টিবায়োটিক এখ পর্যন্ত খাই নাই তবে যতটা জানি আরকি বোঝা যায় সেই প্রেক্ষিতে হয়তো ওষুধটা পেটের ভিতরে গেলে সাথে সাথে ছড়াইয়া যায় রক্তে শিরায় শিরায় রগের ভিতরে ছড়াইয়া যায় যেমন আমি গরুরে এন্টিবায়োটিক দিছি ইঞ্জেকশন আপনের ঘারের রগে সাথে সাথে ছড়াইয়া যাওয়ার জন্য বা কাজটা দ্রুত সাথে সাথে করার জন্য এই রকম আরকি সথে সাথে ---

প্রশ্নকর্তা ঃ গরুর এন্টিবায়োটিক বলতেছেন, গরুর এন্টিবায়োটিক কেন দেন?

উত্তরদাতাঃ গরুর এন্টিবায়োটিক লাগে মানুষের চাইতে গরু অসুস্থ বেশি হয়

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা একটু বলেন, আমরা একটু শুনি

উত্তরদাতাঃ কারণ ঘটনা হইলো আপনের আমি বলতে পারতেছি এখন আমার – ঢাকা থেকে এখন আমি আসলাম এই জায়গায় দুই ঘন্টার জার্নি আমি বলতে পারতেছি আমি ক্লান্ত আসার পরে বললাম যে আমারে শরবত দাও পানি দ্যাও, গরু এই জিনিসটা বলতে পারলো না, সে– আমি আরামে বইসা আসলাম সে দাড়াইয়া আসলো সে দুর্বল আসার পরে সে বলতেও পারবো না পানি দাও যারা না বুঝে তাদের কাছে এটা অসুস্থ একটু বেশি হইয়া যায় সেই প্রেক্ষিতে ঐটারে এন্টিবায়োটিক দিতেই হবে

প্রশ্নকর্তা ঃ তাইলে অসুস্থ হইলে গরুকে আমরা এন্টিবায়োটিক দেই

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ দেই

প্রশ্নকর্তা ঃ সে এন্টিবায়োটিক কিভাবে কাজ করে, আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ দ্রুত কাজ করে আরকি এন্টিবায়োটিক দিলে দ্রুত কাজ করে

প্রশ্নকর্তা ঃ মানে?

উত্তরদাতাঃ কিছু কিছু এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে আগে ঐটার একটু পাওয়ার হয়তো বেশি ডাক্তাররা দেয় দেইখাই হয়তো বেশি ঐটা দেয়ার আগে অন্য আরেকটা ইঞ্জেকশন দিয়া দিতে হয় কারণ শুধু এন্টিবায়োটিক দেয়া যায়না এ জন্য আগে আর একটা দিয়া দিতে হয়। মানুষের ক্ষেত্রেও আপনের এন্টিবায়োটিক খাওয়াইলে কিছু কিছু ওষুধ খাওয়াইলে ঐটার সাথে আরেকটা ওষুধ খাওয়াইতে হয় ঐটার একটু কন্ট্রোল করার জন্য

প্রশ্নকর্তা ঃ তাইলে আমি যদি বুঝে থাকি সেইটা হইছে আসলে রোগ জীবানুকে ধ্বংস করে দেয় আমাদের যে রোগটা ---

উত্তরদাতাঃ রোগটা আছে ঐটারে

প্রশ্নকর্তা ঃ প্রতিরোধ করার জন্য আপনার এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক লাগে

প্রশ্নকর্তা ঃ এন্টিবায়োটিকটা খাওয়ানো হয়, আচ্ছা তো হুম্ আপনিতো যাইহোক যেহেতু গবাদি পশু আপনার আছে আপনে ভালো জ্ঞান রাখেন এসম্পর্কে মানুষ সম্পর্কে এখন আমাকে একটু বলবেন যে আপনি কি কোন নির্দিষ্ট এন্টিবায়োটিকের প্রতি বেশি অ্যা প্রধান্য দেন অগ্রাধিকার দেন যে এই ওষুধটা খাওয়াবো এই অসুধটা খাওয়াইলে আমার বাচ্চা বা আমার পরিবারের সদস্য যেকেউ বা আমার গরু তারাতারি ভালো হইয়া যায় সুস্থ হয় এরকম কোন পছন্দ আছে?

উত্তরদাতাঃ নরমাল নরমাল ওষুধের ক্ষেত্রে আপনার দেখাগেল নরমালি ঠান্ডা লাগলে জ্বর ঠান্ডা লাগলে ফাইমক্সিল এটা আপনার এন্টিবায়োটিক, এটা আমি খাওয়াই কারণ এটার জন্য আর ডাক্তারের কাছে যাই না, এটা খাওয়াইয়া দেহি এটা কাজ করে কি-না, এইভাবে দেহি কিন্তু অন্যান্য অসুধের ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে ওইটা ওইভাবে খাওয়াই না,

প্রশ্নকর্তা ঃ তয় এই সিদ্ধান্তটা কিভাবে নেন যে তাকে ফাইমক্সিল খাওয়াবেন কি খাওয়াবেন না?

উত্তরদাতাঃ নরমালভাবে হয়তো আগে ডাক্তর দিছে ঐভাবে খাওয়াইছি ঐভাবে ঠিক হইছে এই জন্য আরকি এই ডিসিশনটা নেই যে এইটায় কাজ করতে পারে তবে অ্য অ্য সরকার যদি এইরকম নিয়ম করতো যে প্রেসক্রিপশন ছাড়া খাওয়ানো যাবে না, তাইলে এই জিনিসটা ভালো হইতো। কারণ আপনের আনেক অনেক যেমন আমি যেটা খাওয়াইতেছি এইটা ঠিক কি-না বেঠিক এইটা ১০০% শিওর না, এইরকম এইটাও যদি ঠিক থাকে অন্য আর একটা আছে ঐটা ঠিক না ঐটা খাওয়ানোর আগে সাথে আরেকটা একটা ওষুধ খাওয়াইতে হইবো ঐটা কন্ট্রোল করার জন্য ঐটা আমরা জানি না, ঐটা অনেকেই জানে না, তারা শুধু জানে যে শুধু এন্টিবায়োটিকটা নিয়া খাওয়ায় কাজটা বিপরীত হইয়া যায় সেই প্রেক্ষিতে যদি ঐভাবে নিয়ম বাহিরের মতো নিয়ম থাকতো এটা ভালো হতো।

প্রশ্নকর্তা ঃ এই ফাইমক্সিলটা আপনি বেশি পছন্দ করেন কেন আপনি পছন্দ করেন, কারণটা কি?

উত্তরদাতাঃ কাজ একটু করে কাজ ভাল করে দ্রুত করে সেই প্রেক্ষিতে

প্রশ্নকর্তা ঃ সেই প্রেক্ষিতে, আর কোনটার প্রতি কি আপনার পছন্দ আছে যে এটা না হইলে আমি এটা খাওয়াবো?

উত্তরদাতাঃ না, না ওইরকম নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ ওইরকম নাই, গরুর ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি গরুর ক্ষেত্রে আপনি কোনটাকে পছন্দ করেন?

উত্তরদাতাঃ গরুর ক্ষেত্রে আপনের এসল আছে তারপরে কেটোভেট আছে এইরকম যেগুলা আছে এ্গুলা দেই মানে নরমালি যেগুলা ----

প্রশ্নকর্তা ঃ এগুলা কি এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতাঃ আপনের এসল এন্টিবায়োটিক তারপরে কেটাফস এটা এন্টিবায়োটিক তারপরে এসপিভেট এন্টিবায়োটিক

প্রশ্নকর্তা ঃ মানে আপনি কোনটারে বেশি অগ্রাধিকার দেন? বেশি লাইক করেন?

উত্তরদাতাঃ কেটাফস দেই এসল দেই

প্রশ্নকর্তা ঃ এসল কেটাফস আচ্ছা কেন, এটা কেন দেন?

উত্তরদাতাঃ দেখাগেল যে একটা গরু খাইতেছে না, কেটাফস এসল দিলে আপনের শরীরের দুর্বলতাটা যায়গা একটু খাবারের চাহদাটাও হয় এইরকম একটু ই হয় আরকি, তারপরে দেখাগেল যে বিভিন্ন ধরনের অনেক সমস্যা আছে ঐটা হয়তো ডাক্তার আগে দেখাইছে ওইভাবে করলেই হয় ফোনে যোগাযোগ করি এইটা এইটা দেয় সেই হিসাবেই করি

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা একটা হইছে গরুর খাবারের কথা বলতেছেন, এটা কি শুধুমাত্র খাবারের জন্য না-কি আপনার কোন ব্যবসাগত কোন ইয়াও আছে যে অ্য এন্টিবায়োটিক খাওয়ালে আমার গরুর দ্রুত বৃদ্ধি হবে বা এমন কোন কিছু আছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যা এই রকমও আছে

প্রশ্নকর্তা ঃ কি হয়? মানে কিজন্য আপনারা এন্টিবায়োটিক গরুকে খাওয়ান?

উত্তরদাতাঃ গরুতো সব সময় মানে আমরাতো এইসব গরুতো মানে অষ্টেলিয়ান গাভীগুলা যে আনি এগুলা এলাকায় পাওয়া যায় না, এগুলা বাহির থেকে আনতে হয় একটু দুরের থেকে আনতে হয়, আমি ধরেরন বগুড়া থেকে আনছিলাম, বগুড়ার ওরা আনলো চাপাই থিকা, চাপাইর ওরা আনছে ইন্ডিয়া থিকা ইন্ডিয়ার ওরা যেকোন যায়গা থেকে আনছে তাতো কোন হিসাব নাই তো সেই প্রেক্ষিতে এগুলা অনেক দুর্বল থাকে, অসুস্থ থাকে, ক্লান্ত থাকে সেই প্রেক্ষিতে ওইডা আনার পর টিটমেন্টটা দিতে হয় এই জন্য মনেকরেন এন্টিবায়োটিক সাথে অন্যান্য যে ট্রিটমেন্টগুলা ওইগুলা দেই আমরা।

৪৫ মিনিট ২০ সেকেন্ড

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনার লক্ষ্যটা কি থাকে? গরুটাকে ----

উত্তরদাতাঃ আমার লক্ষ্য থাকে আমি সুস্থ কইরা আরেক জনের কাছে বিক্রি করুম

প্রশ্নকর্তা ঃ সুস্থ কইরা আপনি তাইলে আপনি কি অসুস্থটাই কিনে নিয়া আসেন না-কি -----

উত্তরদাতাঃ আমি যত দুর চাই অসুস্থটাতো কিনতে চাই না, দেখগেল আমি আনি সুস্থই

প্রশ্নকর্তা ঃ হুম্

উত্তরদাতাঃ দেখাগেল আমি আনলাম বগুড়ার থেইকা এই জায়গায় ৭-৮ ঘন্টার রাস্তা জার্নিকরার পর একটু অসুস্থ হইয়া যায়, দাড়িয়ে আসতে হয় শীতের দিনে ঠান্ডার মধ্যে দাড়িয়ে আসতে হয় সেই প্রেক্ষিতে ঠান্ডা লাগে অসুস্থ হইয়া যায় তারপর আমার আগে যার কাছে থাকে তারা হয়তো কিছু ট্রিটমেন্ট দেয় আমিও টিটমেন্ট দেই বা আমার কাছ থেকে নেয়ার পরে যে নেয় তারও কিছু টিটমেন্ট দিতে হয় কারণ অসুস্থতো থাকেই

প্রশ্নকর্তা ঃ একটা হইছে যে আমি পালতেছেন আছে আপনার কাছে এখানে এটার সজন্য অসুস্থ রেগুলার তাকে মানুষের মতোই যত্ন নেই মানুষের মতোই তাকে অসুস্থতার জন্য ওষুধ দিচ্ছেন বা এন্টিবায়োটিকও দিচ্ছেন খাওয়াইছেন, আর একটা হইছে না আমি এটা দ্রুত বিক্রি করবো আমার এটা ব্যবসা

উত্তরদাতাঃ না ঐধরণের না

প্রশ্নকর্তা ঃ আমার একটা চিন্তা আছে যে আমার টাকা-পয়সা যেহেতু এখানে লাগাইছি সেহেতু আমাকে তুলতে হবে সেধরণের কোন বিষয় আছে কিনা

উত্তরদাতাঃ না না ঐধরনের

প্রশ্নকর্তা ঃ একটু খোলামেলা যদি আমরা আলাপ

উত্তরদাতাঃ ঐধরণের কোন ই নাই কারণ গরু যদি আপনের সুস্থ থাকে লাভ হইবোই ১০ টাকা কম আর বেশি সেই প্রেক্ষিতে ঐডারে সুস্থ করাটা আমার দরকার

প্রশ্নকর্তা ঃ দরকার

উত্তরদাতাঃ কারণ সুস্থ করলেই আমি লাভ পামু যখনই একটা গরু অসুস্থ হইয়া যায় তখন ঐ অসুস্থ গরু কেউ নিবে না, না নিলে আমার চালানটা নষ্ট হয়, তারপরে একটা কিছু সময় আছে যে একটা গাভীর বাচ্চাটা নস্ট হইয়া যায় ডেলিভারীর সময় বা বাচ্চাটা

যেকোন খুরা রোগ হয় খুরা রোগে বাচ্চাটা নষ্ট হইয়া যায় সেই প্রেক্ষিতে আমার টিটমেন্ট সবগুলাই দিতে হয় জানি ওই রোগগুলা আমার পার্শে না আসতে পারে।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, আপনার পরিবারে এন্টিবায়োটিক সর্ব শেষ কার জন্য কিনছেন?

উত্তরদাতাঃ সর্ব শেষ মেয়ের জন্য মনে হয় কিনছি ঐটা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযাই আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী, কবে কয়টা কিনছেন, কতগুলা কিনছেন দিনে কয়টা খাইতে হইছে একটু আমাকে বলবেন?

উত্তরদাতাঃ ঐটা অতটা মনে নাই, তাও লাষ্ট মনেহয় এক দের মাস আগে কিনছি ঐবাচ্চাটার প্রস্রাবে ইনফেকশন হইছিলোতো

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ ঐসময় আরকি কিনছিলাম

প্রশ্নকর্তা ঃ কত টাকা লাগছিলো?

উত্তরদাতাঃ আপনের অ্য টোটাল টিটমেন্ট আনতে আপনার লাষ্ট নিছিলাম হইলো আপনের রাজধানীতে আইসি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আছে মনে হয় ঐজায়গায় নিছিলাম ২৫০০ টাকার মতো গেছিলো আরকি খরচা

প্রশ্নকর্তা ঃ এইটাকি শুধু এন্টিবায়োটিকের জন্য ৫ ২৫০০ টাকা গছে না -----

উত্তরদাতাঃ না না পুরা টিটমেন্ট মানে সব সব খরচা মিলে আরকি ভাড়া যাবতীয় আরকি সব খরচা মিলাইয়া টিটমেন্ট ওষুধ সব মিলাইয়া

প্রশ্নকর্তা ঃ আমরা যদি এন্টিবায়োটিকের কথা চিন্তা করি তাহইলে এন্টিবায়োটিকের কত টাকা গেছে? ওষুধের জন্য

উত্তরদাতাঃ ঐভাবে আমার হিসাবটা নাই আমি বলতে পারতেছি না, তবে এন্টিবায়োটিকের দাম সবচেয়ে বেশি একটা সিরাপ দিছিলো ৪৮০ টাকা ওই পাউডার একটা সিরাপ দিছিলো ৪৮০ টাকা। সেই প্রেক্ষিতে এন্টিবায়োটিক হয়তো একটা দিছিলো ৪৮০ টাকা গেছে

প্রশ্নকর্তা ঃ তো আপনার কাছে কি মনে হয় এই ওষুধগুলো খেয়ে কি বাচ্চা সুস্থ হইছে বা সম্পূর্ন খাওয়াইছে কি-না?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ সুস্থ হইছে, সবগুলা খাওয়াইছি এবং সুস্থও হইছে তারপর আমি এলাকায় নিয়া পরীক্ষা করছি আবার ঐ বাঁশতৈল ক্লিনিকে যে এখনো দেখি ঐ ইনফেকশনটা আছে কি-না, ওষুধটা খাওয়ার পরে। তারপরে আমি যখন নিয়া আবার পরীক্ষা করছি গ্রামে তখন দেখি না ঐ ইনফেকশনটা ঠিক হইয়া গেছে।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা ঐ ইনফেকশনটা সুস্থ হইছে আল্লার রহমতে আচ্ছা, তো এই ওষুধটা নিয়ে কি আপনারা অ্য.. খুশি?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ খুশি

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, অ্য এরকম কি কখনো হইছে কিনা আলামিন ভাই আমরা একটু জানবো সেটা হইছে পরিবারের কারো জন্য এন্টিবায়োটিক কিনছেন সেগুলো শেষ হয় নাই, খায় নাই কিন্তু ভবিশ্যতে আবার

উত্তরদাতাঃ না না

প্রশ্নকর্তা ঃ জ্বর হবে বা একটা অসুস্থ হইতে পারে তাকে খাওয়ামু এইসব চিন্তা করে রাখছেন

উত্তরদাতাঃ না না এটা নাই কারণ একটা ওষুধ খুললে ঐটার সময় থাকে অল্প কিছু দিন দেখাগেল বাচ্চার জন্য একটা এন্টিবায়োটিক আনলাম ঐটা আপনের মুখাটা খোললাম ঐটার টাইমটা অতটা থাকে না, দেখাগেল ৪ দিন ৫ দিন বা ১০ দিন ঐটার মেয়াদ থাকে আবার অসুস্থ হইলো এক দের দুই মাস পরে তহন ঐডা খাওয়ানো ই না, আবার ক্যাপসুল আনলাম একজনের জন্য ঐটা আপনার রইলো ঐটা যদি ভালো জায়গায় থাকে ঠান্ডা শুস্ক স্থানে থাকে তাইলে ঐটারে হয়তো আবার পুনরায় ২ মাস ৩ মাস পরে খাওয়ানো যায়

প্রশ্নকর্তা ঃ খাওয়ানো যায় কিন্তু আপনার

উত্তরদাতাঃ সিরাপের ক্ষেত্রে তা না,

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা সিরাপেরটা আপনে খওয়ান না, কিন্তু এই ট্যাবলেট বা ক্যাপসুলের কথা বললেন আপনার পরিবারে কিনছেন এরকম কারো জন্য এন্টিবায়োটিক যেটা ধরেন হয়তো চিন্তা করছেন বাচ্চাতো সব সময় অসুস্থ হচ্ছে আবার যদি হয় তার জন্য রেখে দিলাম এরকম কোন কিছু হইছে?

৫০ মিনিট ০০ সেকেন্ড

উত্তরদাতাঃ না না এরকম কোন কিছু হয় নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ রেখে দেন আপনারা?

উত্তরদাতাঃ না না, না রেখে দেই না,

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা তার মানে এখনতো ঘরে এন্টিবায়োটিক ওষুধ আছেতো মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ না না এন্টিবায়োটিক নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ কোন এন্টিবায়োটিক এখন নাই? ভবিশ্যতে কাররো জন্য খাওয়াইবেন এই রকম

উত্তরদাতাঃ তখন হইলে হয়তো কিনা আনুম

প্রশ্নকর্তা ঃ কিনে আনবেন আচ্ছ, এখন একটু আমাকে বলেন যে এন্টিবায়োটিকের (ফোন আসছে) তো এখন আমি একটু শুনবো যে এন্টিবায়োটিকের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ বলতে কি বুঝেন?

উত্তরদাতাঃ মেয়াদ উত্তীর্নতো আপনার ক্যাপসুলের গায়ে বা একটা ইয়ের মধ্যে লেখা থাকে ডেট থাকে ২ থেকে ৩ বছর কিন্তু যদি যদি আমি ওইডা কিনা আনি ক্যাপসুল কিনা আনি সেই প্রেক্ষিতে ঐডা দুই তিন বছর তাও আমি খাই না, দেখাগেল আমি কেনার পরে দুই এক মাস খাই আপনের আর সিরাপটা যেটা আনি ঐ এন্টিবায়োটিক আনার পরে ঐটাই লাষ্ট মানে একবারই ইউজ করি দেখাগেল ঐটা এক মাস পর আবার হইলো তাহলে আমি নতুন আনি কারণ বোতলের যে ওষুধগুলা সিরাপগুলা ঐটা এন্টিবায়োটিকই হউক আর অন্য ওষুধই হোক আমি একবারের বেশি ইউজ করি না।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ বলতে আমরা আসলে কি বুঝাই যে নির্দিষ্ট মেয়াদের কথা বুঝাচ্ছে না কি আপনার কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ মেয়াদ উত্তীর্ণ বলতে আপনার ঐ জায়গায় লেখা থাকে ৩ বছরের মেয়াদ থাকে একটা ওষুধের বা ২ বছরের বা ১ বছর মেয়াদ থাকে সেই প্রেক্ষিতে ঐডা ডাক্তারের ঘরে পইরা থাকে দেখা গেছে ঐডা লাষ্ট মূহুর্তে বিক্রি হয়, আমি দুইটা ক্যাপসুল আনলাম দেখাগেল আমার একটা দরকার হইলো আরকেটা রইলো আরেকটা আমি রাইখ্যা দিলাম ঐভাবে যত্ন কইরা ঠান্ডা একটা জায়গায় রাইখা দিলাম যদি দেখি যে না দুই তিন মাস বা ৬ মাস মেয়াদ আছে এখনো তাইলে ঐটা খাই ঐটাতো ই করি না আমরা

প্রশ্নকর্তা ঃ ঐটা আপনারা খান না, কিন্তু মেয়াদ উত্তীর্ন বলতে কি আমরা ---

উত্তরদাতাঃ মেয়াদ যেটার শেষ

প্রশ্নকর্তা ঃ শেষ যেটা ঐটা আমরা খাবো কি-না ?

উত্তরদাতাঃ না ঐটাতো সম্ভবই না, ঐটা নরমাল ওষুধও আমি খাই না,

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, এখন ওষুধের ক্ষেত্রে কি এরকম মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ থাকে গায়ে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ অবশ্যই থাকে

প্রশ্নকর্তা ঃ তখন কি হয়?

উত্তরদাতাঃ তখন আমি মেয়াদ দেখে কিনি, দেখাগেল যেটার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েগেছে ঐটা আমি নেই না। বা অন্য যারা আছে অনেকে আছে বুঝে, অনেকে বুঝে না সেই প্রেক্ষিতে কিছু মানুষ ঐটা দেখে কিছু দেখে না যে ওষুধ দিলো নিয়া খাওয়া শুরু করলো ঐটার ডেট নাই কিছু নাই ঐ প্রেক্ষিতে তার সমস্যাটা একটু বিপরীত হইতে পারে সে নিলো রোগ সারাইতে উল্টা আরো রোগ হইতেও পারে

প্রশ্নকর্তা ঃ কারণ?

উত্তরদাতাঃ কারণ ঐটারতো ডেট ওভার

প্রশ্নকর্তা ঃ ডেট ওভার হইয়া গেছে

উত্তরদাতাঃ ঐটার এখন রিএকশন ঐ আগেরটা নাই, ঐটায় যে কেমিক্যাল দিছিলো ধরেন দুই মাসের মেয়াদে একটা কেমিক্যাল দিছিলো ঐ দুই মাস শেষ ঐ ক্যামিক্যালের এখনতো আর ই নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ কাজ করে না

উত্তরদাতাঃ রিএকশন নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ হুম্ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ বা তিন মাস পর ঐ রিএকশনটা উল্টাও হইয়া যাইতে পারে এমনো ই আছে– কেমিক্যাল আছে যে ঐটায় উল্টা রিএকশন করে ডেট ওভার হওয়ার পর।

প্রশ্নকর্তা ঃ তো এখন এখন একটু বলেন– এন্টিবায়োটিক কি মানুষের ক্ষতি করতে পারে?

উত্তরদাতাঃ ক্ষতি করতে পারে অবশ্যই,

প্রশ্নকর্তা ঃ কি ভাবে?

উত্তরদাতাঃ আমার মনে হয় ওইটায় ক্ষতি করতে পারবো ডেট ওভার হইয়া গেল তখন খাইলে ঐটা ক্ষতি করতে পারবো

প্রশ্নকর্তা ঃ কি রকম?

উত্তরদাতাঃ কিন্তু ডোজ আছে ডোজের অনুযায়ী ঠিকমতো না খাইলে ক্ষতি হবে বা ডোজ আছে আপনের একটা ক্যাপসুল দিনে একবার ঐটা যদি আপনের দিনে তিনবার খাইলাম বুইঝা যে অন্য আরেকটা লেখছে দিনে তিন বার আমি যদি মনে করি ঐটাই দিনে তিন বার লিখছে ঐটাই দিনে তিন বার খাইলাম সেই প্রেক্ষিতে আমার ক্ষতি হইতে পারে।

প্রশ্নকর্তা ঃ কি কি ক্ষতি হইতে পারে?

উত্তরদাতাঃ ঐটাতে আপনের অনেক ধরণের ক্ষতি হইতে পারে হইতে পারে যে অসুখ সারানোর জন্য সে ওষুধটা খাইলো ঐ রোগটাই আবার একটু বেশি হইয়া গেল বা সাথে অন্য আরেকটা রোগ যুক্ত হয়ে গেল, এই রকম হতে পারে তবে ঐটা আমি সিওর না আরকি অনেকটা টার্গেট আরকি এই রকম মনে হয়

প্রশ্নকর্তা ঃ মানে যদি আমরা এন্টিবায়োটিক বেশি খাই বা নিয়ম মেনে না চলি তাহলে একটা

উত্তরদাতাঃ ক্ষতি হইতেই পারে

প্রশ্নকর্তা ঃ ক্ষতি হইতে পারে, এখন আমি একটু যে গবাদি পশুর কথা আমরা একটু আলোচনা করছেন আপনি আর একটু শুনে শেষ করবো সেটা হইছে যে অ্য গাবাদি পশু আপনার কাছে কি মনে হয় এগুলো কি প্রণীরা অসুস্থ হয়?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ অসুস্থতো হয়

প্রশ্নকর্তা ঃ কি কি ধরণের অসুস্থতা এদের হয়?

উত্তরদাতাঃ ওদের সব চেয়ে আপনের বেশি হয় হজম শক্তিটা কম থাকে, আপনের দুর্বল থাকে বেশি অ্যা তারপরেও কিছু আছে আবহাওয়ার জন্য টিকসই না, করণ আমরা দূরের থেকে যেগুলা আনি ইন্ডিয়া থেকে যেগুলা আসে ঐডা আমাদের এলাকায় পার্ফেক্ট না, সেই প্রেক্ষিতে ঐটা আবহাওয়ার একটু নরাচড়ার কারণে একটু অসুস্থ হয়, এক দিন খায় একদিন খায় না, ঐটা একটু অসুস্থ হয় আরেকটা আছে আমার এলাকায় দুই তিন বছর ধইরা বা আমার এলাকায় ছোট থেইকা আমার এলাকায় ঐটা টিকসই ঐটার কোন সমস্যা হয় না,

প্রশ্নকর্তা ঃ এই যে গবাদির পশুর জন্য ওষুধ লাগবে এই সিদ্ধান্তটা কে নেয়?

উত্তরদাতাঃ এই সিদ্ধান্তটা দেখাগেল এখন অসুস্থ হলো ঐ সিদ্ধান্তটা আমি নেই দেখাগেল নরমালি যেটা আমি কিছু জানি যে সামথিং কিছুর জন্য নরমালি ওষুধ খাওয়ানোর জন্য ওইটা আমি খাওয়াই, তারপরও দেখাগেল আপনের একটু সমস্যা বেশি মনে হইলো তাইলে একটা ডাক্তারে বলুম, ডাক্তারে দিয়া পরামর্শ নিয়া টিটমেন্ট দিমু

৫৫ মিনিট ০৪ সেকেন্ড

প্রশ্নকর্তা ঃ হুম্

উত্তরদাতাঃ দেখাগেল ঐ নরমাল ডাক্তারে হয় না তাহলে দূরের থেকে আর একটা ভালো ডাক্তার আনমু

প্রশ্নকর্তা ঃ তো এইরকম ক্ষেত্রে যেটা আপনি নিজে টিটমেন্ট দেন এই ওষধগুলো কোথা থেকে আনেন?

উত্তরদাতাঃ ঐ দোকান থেকে আনি ওগুলারও আলাদা ফার্মেসী আছে ঐ জায়গায় শুধু গবাদি পশুর ওষুধ বিক্রি করে।

প্রশ্নকর্তা ঃ মানে কি, কি ওষুধ বিক্রি করে ওরা ?

উত্তরদাতাঃ সব ধরণের ওষুধই

প্রশ্নকর্তা ঃ কাদের জন্য?

উত্তরদাতাঃ ওই পাবলিক ন্যায় গরুর জন্য, গরুরে খাওয়ানোর জন্য নেয়

প্রশ্নকর্তা ঃ গরুরে খাওয়ানোর জন্য ওইটা আলাদা ফার্মেসী

উত্তরদাতাঃ আলাদা ফার্মেসী,

প্রশ্নকর্তা ঃ আছে না, আচ্ছা আপনার যে গবাদি পশুগুলো আছে সেগুলোরে কি আপনি এন্টিবায়োটিক দিয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ, এন্টিবায়োটিক দিছি

প্রশ্নকর্তা ঃ কি ধরণের এন্টিবায়োটিক দিছেন এগুলো?

উত্তরদাতাঃ এগুলো এইযে আপনের মনেকরেন কেটাফস, এসপিভেট এগুলা এন্টিবায়োটিক সেই প্রেক্ষিতে এন্টিবায়োটিক দিছি ঐটা দেয়ার আগে এন্টিবায়োটিক দেয়ার আগে অন্য আর একটা হয়তো অন্য আরেকটা ওষধ দিতে হয় ডাক্তার বলছে যে এইটা এইটা আনেন পরে ঐটা আমি ডাক্তাররে নিয়া দিছি যেটা আগে দিতে হইবো পরে দিতে হইবো সেভাবে সে দেয়

প্রশ্নকর্তা ঃ এটা কি আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? না ডাক্তারকে দেখাইয়া ----

উত্তরদাতাঃ না, ডাক্তারই সিদ্ধান্ত নেয়

প্রশ্নকর্তা ঃ কি হয় সাধারণত আমাদের গবাদি পশুগলোর ক্ষেত্রে আমরা কি করি?

উত্তরদাতাঃ ঐডা এমন আছে আপনের খাওয়া বাদ দেয়,

প্রশ্নকর্তা ঃ হুম্

উত্তরদাতাঃ তারপরে আপনের সেরপারে, তাপররে হযম নেয় ন্যদায় যা খায় ঐরকম আনাম আনাম পরে এই রকম সমস্যা আছে, তারপর ঠান্ডা লাগে তারপর বিভিন্ন ধরণের ফোড়া-টোরা হয় মানে মানুষের মতো বিভিন্ন আছে যে পশম পইরা যায়গা বিভিন্নধরণের সমস্যা আছে, এলার্জি আছে

প্রশ্নকর্তা ঃ তো এই ক্ষেত্রে মানে তকে যে এন্টিবায়োটিক দিবেন বা ওষুধটা দিবেন এই ওষুধটা কি আপনারা নিজেরা নিজেরা সিদ্ধান্ত নেন বা তাকে এই ওষুধটা খাওয়াবেন না-কি ডাক্তারের-----

উত্তরদাতাঃ না, ডাক্তারের পরামর্শ নিয়া ওষধ দেই

প্রশ্নকর্তা ঃ কিভাবে ডাক্তার ডাকেন একটু বলেনতো?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তার দেখগেলো আমরাতো এই লাইনেই আছি দেখাগেল ডাক্তারতো অনেক ডাক্তারের নাম্বার আছে ছোট থেকে বড় সব ধরণের ডাক্তার, দেখাগেল আপনের একটা সমস্যা হইলো যেমন কালকের আগের দিন একটা সমস্যা হইছিলো ডেলিভারি সমস্যা

প্রশ্নকর্তা ঃ হুম্

উত্তরদাতাঃ দেখাগেল যে বাচ্চা– গাইটার ঘর একটু নরমালি ছোট ডেলিভারি করাটা সমস্যা হবে সাথে সাথে ডাক্তারেরে ফোন দিলাম সে রড নিয়া গেল রড আছে একধরনের ঐডা দিয়া টাইনা দরি পায়ে বাইন্ধা বিভিন্নভাবে সাত আষ্ট জনে টাইনা বাইর করলাম

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ ডাক্তার বললো এইটা আগে করো বা এইটা এইভাবে নেও ওইভাবে নেও সে আমাদের দেখাইয়া দিলো ঐভাবে আমরা ই করলাম আর কি

প্রশ্নকর্তা ঃ এখন কি আল্লার রহমতে সেটা সুস্থ?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ সুস্থ আছে, সুস্থ হইয়াগেছে

প্রশ্নকর্তা ঃ তো এই যে গরুর জন্য যে এন্টিবায়োটিকগুলো আনেন বা দিয়ে থাকেন সেগুলোতো আপনি বললেন ফার্মেসী থেকে আনেন এজন্য কি কোন প্রেসক্রিপশন দিতে হয়? লাগে?

উত্তরদাতাঃ দেখাগেল একটা ওষধ আছে প্রেসক্রিপশন লেইখ্যা দেয় ঐটা আবার কিছু ডাক্তার আছে ফোনে বলে দেয় এইটা নিয়ে আসেন আমি আসতেছি আপনে ওষুধগুলা নিয়া রাখেনভ তখন ঐটা প্রেসক্রিপশন ---

প্রশ্নকর্তা ঃ সে গরুই দেখলো না, কিবাবে সে বঝলো যে এই ওষুধগুলা লাগবে?

উত্তরদাতাঃ না, তখন আমি তাকে বললাম এইরকম এইরকম সমস্যা সে ঐটার উপরে বললো অথবা সে দেইখ্যা দেছে আজকে সে বললো যে এইটা এক দিন দেন যদি ভালো না হয় বা তিন দিন দেন ভালো না হইলে আবার পুনরায় দুইদিন বাড়াইয়া দিবেন সেই পেক্ষিতে মনে হইলো ভালো হইলো না ডাক্তারেরে বললাম ডাক্তার ঐটা আনতে বললো বা ডাক্তার বললো ঐটা আপনি অন্য একটা নরমাল ডাক্তারের দেখান বড় ডাক্তার আসতে পারলো না, সেই প্রেক্ষিতে নরমাল ডাক্তার দিয়া দেই

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনারা কি প্রথমে বড় ডাক্তারে যান না নরমাল ডাক্তারে যান?

উত্তরদাতাঃ প্রথম নরমাল তারপরে দেখাগেল সমস্যা বেশি হইলে বড় ডাক্তার আবার একটা আছে যে সমস্যা বেশি শুরুতেই বড় ডাক্তারকে বলি

প্রশ্নকর্তা ঃ নরমাল বলতে কাদেরকে বুঝাচ্ছেন?

উত্তরদাতাঃ নরমাল বলতে ঐ যে আপনার ফার্মেসী যেগুলা বা আপনার ইউনিয়ন ইউনিয়নে একটা ই আছে সরকারী একটা ডাক্তার আছে ওগুলা, তারপর আপনার উপজেলায় সরকারী ডাক্তার আছে

প্রশ্নকর্তা ঃ বড় ডাক্তার কোনটা?

উত্তরদাতাঃ বড় ডাক্তার মনে করেন উপজেলার সরকারী ডাক্তার বা জেলার প্রাণীসম্পদে যে বড় থাকে তারে বলি

প্রশ্নকর্তা ঃ সে কি আসে এখানে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আসে, বললেই আসে

প্রশ্নকর্তা ঃ আসলে তার খরচ টরচ ----

উত্তরদাতাঃ খরচ দিতে হয়

প্রশ্নকর্তা ঃ কেমন খরচ হয় তার পিছনে?

উত্তরদাতাঃ দেখাগেল সে আসলে তারে মোটামুটি একটা মাইক্রো নিয়া আসলো বা একটা মটরসাইকেল নিয়া আসলো সেই প্রেক্ষিতে তারে ক্ষরচাতো দিতেই হবে মোটা মুটি দুই হাজার তিন হাজার বা ৫ হাজারও দিতে হয়

প্রশ্নকর্তা ঃ একটা ভিজিটে দুই তিন হাজার টাকা দিতে হয়?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ দুই তিন হাজার দিতে হয়

প্রশ্নকর্তা ঃ মানুষের ক্ষেত্রে আমরা কত টাকা দেই?

উত্তরদাতাঃ মানুষের ক্ষেত্রে দেখাগেল দুই তিনশ বা ৫শ

প্রশ্নকর্তা ঃ তাইলে আপনার কাছে কি মনে হয় কোনটার প্রতি খরচ বেশি বা কি ?

উত্তরদাতাঃ গরুর প্রতি খরচ বেশি কারণ ঐটা একটা রুগী দেখার জন্যই দেকাগেল টাঙ্গাইল থেকে এই জায়গায় আসে আর ডাক্তারের চেম্বারে আপনের অনেক রুগী থাকে সারা দিন একশ টাকা করে নিলেও ১০টা রুগী দেখলো এক হাজার আর সে মনেকরেন একটা রুগী দেইখ্যা গেল এক হাজার

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনার কাছে কি মনে হয় কেন তাকে বেশি দিতে হচ্চে বা এই যে একটা বললেন রুগীর সংখ্যা

উত্তরদাতাঃ অ্য এখন যদি আমি আপনেরে কম দেই কালকে ফোন দিমু আসবো না,

প্রশ্নকর্তা ঃ হুম্

উত্তরদাতাঃ অন্য কাজ দেখাইবো বলবো যে আমার অন্য জায়গায় টিটমেন্ট আছে এই সেই না থাকলেও রুমে শুইয়া আছে টিভি দেখতেছে বলবে অন্য জায়গায় টিটমেন্ট করতেছি আসতে পারতেছি না, আজকে একটু কম দিলে যারা একটু বেশি দেয় তাদের কাছে যাইবোগা এই জন্য তারে রানিং রাখতে মানে যখন যেকোন সময় দরকার পাওয়ার জন্য একটু খরচ বেশি দিতে হয়

প্রশ্নকর্তা ঃ এটা কি তাদের নির্ধারিত ফি না-কি আপনারা ---

উত্তরদাতাঃ কোন নির্ধারিত ফি নাই, তবে সে আসলে যদি মনেকরেন তারে যদি আমি ৫০০ দেই সে রাগ করবো না, ৫০০ নিয়া যাবে আর আসবে না,

প্রশ্নকর্তা ঃ আর আসবে না এইটা একটা -----

১ঘন্টা ০০মিনিট ০০ সেকোন্ড

উত্তরদাতাঃ এই জন্য আমাদের একটু বাড়াইয়া দিতে হয়

প্রশ্নকর্তা ঃ কিন্তু কেন আপনার মনে হয় যে তার চাহিদাটা আপনাদের কাছে ----

উত্তরদাতাঃ বেশি

প্রশ্নকর্তা ঃ বেশি কিন্তু কারণটা কি? মানুষের ওতো ডাক্তার আছে মানুষেরতো এত টাকা আমরা দিচ্ছি না, কারণটা কি? এই জায়গাটাতে সমস্যাটা কোথায়?

উত্তরদাতাঃ সে বলে যে ধরেন আমি যদি কম দেই সে আসবে না, সেই প্রেক্ষিতে তারে দিতেই হবে। এখন চাহিদা না চাহিদা ঐটা ডাক্তার বলতে পারবো

প্রশ্নকর্তা ঃ মানে এইযে আপনে বলতেছেন তাকে কম দিলে সে আসবে না, তাইলে কি আপনার আর কোন উপায় আছে কি-না, যে অন্য কারো কাছে মানে আমি----

উত্তরদাতাঃ অন্য সব ডাক্তার একই। অন্য কয়েকটা ডাক্তার আমি দেখছি ওগুলা কম ফি দিলে আসে না।

প্রশ্নকর্তা ঃ একটা হইছে মানুষের ডাক্তার আপনি পাচ্ছেন

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তা ঃ তাকে আপনি দেওয়া এই একটা রেঞ্জ দুইশ তিনশ ৫শর কথা আপনি বললেন কিন্তু গবাদি পশুরটা আপনি– আমি জানতে চাচ্ছি তাইতে কি আপনার বিকল্প নাই?

উত্তরদাতাঃ না, বিকল্প নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ বিকল্প কি বেশি না কম? আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ আপনার ফিটা অনেক বেশি চাইতেছে

প্রশ্নকর্তা ঃ ফিটা বেশি কিন্তু ডাক্তার

উত্তরদাতাঃ ডাক্তার কম

প্রশ্নকর্তা ঃ ডাক্তার কম, তার মানে তার বিকল্পটা ঐ পরিমান নাই

উত্তরদাতাঃ নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ যে আমি এর কাছে না গেলে যে আরেক জনের কাছে ---

উত্তরদাতাঃ আরেক জনের কাছে যাইতে পারুম ঐটা নাই দেখাগেল যে আমার জানামতে মানুষের ডাক্তার আছে ৫০টা একটা হসপিটালে মানুষের ডাক্তার আছে ১০টা একটা ক্লিনিকে আছে ২টা ৩টা

প্রশ্নকর্তা ঃ হুম্

উত্তরদাতাঃ আর ঐরকম গরুর ক্ষেত্রে নাই, দেখাগেল এক ডাক্তার জেলা থেকে এক ডাক্তার পাশের শহরে এক ডাক্তার আমার ইউনিয়নে এই তিনটাই আর নাই তাইলে কম চাহিদা অনুজায়ী অনেক কম বা আমার কাছে একটা ডাক্তার আসলো তার দেখি সারা দিন ফোন আসে যে অমুক জায়গায় আসেন অমুক জায়গায় আসেন এইরকম ফোন করে সে সময় দিতে পারে না অতটা

প্রশ্নকর্তা ঃ হুম্ আর তাইলে একটা হইছে ডক্তারের সংখ্যাটা কম এই জন্য তাদের চাহিদা বেশি,

উত্তরদাতাঃ বেশি

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, তাহলে ওষুধ যে কেনেন ওষুধগুলার কি অবস্থা ওষুধগুলার দাম কেমন? কেমন খরচ হয় আপনাদের ----

উত্তরদাতাঃ ওষুধ কম্পানির যে রেট ঐ রেট অনুযায়ী আনতে হয় অনেক সময় আছে আমরা একসপ্তায়ে দশ হাজার টাকা ওষুধের বিল দেই

প্রশ্নকর্তা ঃ হুম্

উত্তরদাতাঃ কম্পানির রেটেই রাখে তারাও ফার্মেসীরাও একটু বেশি লাভ করে সেই প্রেক্ষিতে রাখে আমার মনে হয় আসলে অনেক দাম বেশি

প্রশ্নকর্তা ঃ মানে মানুষের ওষুধের কথা যদি চিন্তা করেন

উত্তরদাতাঃ সেই প্রেক্ষিতে অনেক বেশি

প্রশ্নকর্তা ঃ কি রকম, কারণটা কি?

উত্তরদাতাঃ কারণ অ্যহন তারা বলে মানুষের ওষুধ হাল্কা ডোজের একটা প্যারাসিট্যামল সেই প্রেক্ষিতে গরুরে যদি আমরা একটা কেটোভেট ট্যাবলেট দিবার যাাই ওই জায়গায় আপনার প্যারা– কেটোভেট নাই প্যারাসিট্যামল দিতে যাই প্যারাসিট্যামল দিতে যাই তাহলে ঐটা লাগে ১০টা ১২টা

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ সেই প্রেক্ষিতে ১০টা ১২টা ট্যাবলেটের যে ওষুধটা ঐটার মধ্যে দেয় ঐটার মধ্যে আপনার ১০টা ১২টা ওষুধের খরচা যায় সেই প্রেক্ষিতে বলে দাম বেশি

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, তার মানে কি উৎপাদনে খরচ বেশি?

উত্তরদাতাঃ উৎপাদনে খরচ বেশি এই জন্য

প্রশ্নকর্তা ঃ আর এখানে যারা বিক্রি করে তারা তারা কি পরিমান আপনাদের এখান থেকে লাভ করে? আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ এখানে যারা বিক্রি করে আসলে আমরাতো ওইভাবে ই না যা মূল্য আছে তার চাইতেও কম, সরকার এমন একটা সিষ্টেম করছে মনেকরেরন মূল্য দিছে ৩০০ টাকা খুচরা সে ২৫০ টাকা বিক্রি করে তাও তার লাভ হয় বা দুইশ ৮০টাকা বিক্রি করে তাও তার লাভ হয়। কিন্তু মূল্যর টাকা নিল না, এখন আমরা কিভাবে বুঝুম মূল্যটা কত বা কিভাবে তারা ধরে ঐটাতো আমরা বুঝি না বুঝতে পারি না, কারণ যদিগ দেখতাম যে ৩০০ টাকা মূল্য আছে ঐটা ৩০০ টাকা দিয়া নিছি তাইলে বলতাম যে সীমিত লাভ করছে এখনতো বোঝা যায় না যে সীমিত লাভ করছে

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনি সর্ব শেষ আপনার কোন গরুর জন্য ওষুধ কিনছেন?

উত্তরদাতাঃ এই যে আপনের যেটা বাচ্চা দিলো দুই দিন আগে

প্রশ্নকর্তা ঃ এই জন্য কি এন্টিবায়োটিক খাওয়াইতে হইছে?

উত্তরদাতাঃ না,এখনো এন্টিবায়োটিক দেই নাই, এন্টিবায়োটিক দিলে দুধ কইমা যাইবো শুকাইয়া যাইবো এ জন্য এন্টিবায়োটিক দেই নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ এইটা কি আপনারা সিদ্ধান্ত নেন না ডাক্তাররা সিদ্ধান্ত নেয়?

উত্তরদাতাঃ আমরা ডাক্তাররে বলি যেটায় আপনের দুধ না শুকাইবো ঐটা দেয়ার জন্য তহন ডাক্তার বলে এন্টিবায়োটিকতো তাহলে দেওয়া যাবে না। (একটু শেষ দেন তারাতারি আমার কাজ আছে)

প্রশ্নকর্তা ঃ তো আপনার এইযে ওষুধগুলো খাওয়াইছেন এই খাওয়অনোর পর কি আপনার ইয়া ভালো আছে অ্য পশুগুলো ভালো আছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ, ভালো আছে

প্রশ্নকর্তা ঃ এখন কোন অসুবিধা নাইতো?

উত্তরদাতাঃ না, নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ এখন বাড়িতে কি গবাদি পশুর জন্য কোন ওষুধ আপনি এন্টিবায়োটিক কিনছেন এগুলো রাখছেন এরকম কোন হয় ?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তা ঃ ওষুধগুলা কিনা ফেলছেন এগুলা রাইখ্যা পরবর্তীতে তাকে খাওয়াবেন আপনি ---

উত্তরদাতাঃ না ওরকম নাই, যা লাগে তখন ফার্মেসী থেকে আনমু

প্রশ্নকর্তা ঃ এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা?

উত্তরদাতাঃ সবই

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা এখন আমি একটু ভাই শেস করবো আপনের সাথে আর একটা প্রশ্ন সেটা জানবো সেটা হইছে যে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিষ্টেন্স এই বিষয়টা কি আপনি জানেন? বা শুনেছেন? এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিষ্টেন্স জাতীয় অসুস্থতা ?

উত্তরদাতাঃ না, শুনি নাই এটা

প্রশ্নকর্তা ঃ কখনো শুনেন নাই

উত্তরদাতাঃ না,

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্চা এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিষ্টেন্স কিভাবে হয়, কি ধরনের হয় আপনি আমাদের যখন আমরা আলাপ করতে ছিলাম আপনি একটু বলতে ছিলেন যে আমি যদি নিয়ম মেনে না খাই তাহলে ঐটা কাজ করবে না হ্যাঁ আমি তাহলে আপনার সাথে একটু শেয়ার করি সেটা হইছে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিষ্টেন্সটা হয় ঐ যে এন্টিবায়োটিকটা আমি যদি নিয়ম মেনে না চলি তা হলে কি হবে ঐ যে আপনি বলছিলেন আবার ফেলে দিতে হবে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে এইটার কানে একটা রেসিষ্টেন্স করে ফেলে এটা পশুর ক্ষেত্রেও সমান মানুষের ক্ষেত্রেও সমান নিয়মটা ফলো করতে হবে যদি নিয়মটা না ফলো করি তাহলে আমাদের সেই ক্ষেত্রে সেটা আর কাজ করবে না ঐ যে তাইলে আপনি বলছেন আবার নতুন করে ডোজটা শুরু করতে হবে তাকে নির্দিষ্ট টাইমে খাওয়াইতে

হবে এই কারণে আমরা জানতে চাইছিলাম যে এন্টিবায়োটিক রেজিষ্টেন্সের বিষয়টা আপনি জানেন কিনা, এই শব্দটা শুনছেন কোথাও?

উত্তরদাতাঃ না, এই শব্দ শুনি নাই, হইতে পারে ঐটা আমি জানি ঐটা যে এইটা বলে এটা আমি জানি না

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে, যাইহোক ভাই অনেক আলাপ করলাম অনেক ভালো ভালো কথা আসছে অ্য আপনার কাছে কি মনে হয় এই যে এন্টিবায়োটিক রেজিষ্টেন্স বিষয়টা আপনি জানতেন এখন আমি এই শব্দটা বলার পরে হয়তোবা আপনি বুঝতে পারতেছেন সেটা, তো এটা কিভাবে দূর করা যায়, কি করা যেতে পারে এই এন্টিবায়োটিক রেজিষ্টেন্সটা দূর করার জন্য?

উত্তরদাতাঃ এটা আপনের ডাক্তার যারা আছে তারা যারা ফার্মেসীতে আছে তারা বলবো যে বইলা দিবো যে প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক কোন ওষুধ দিবো না, তারপরে তারা আবার বইলা এইভাবে বইলা দিবো এইভাবে ডোজ এইভাবে খাওয়াইতে হইবো এইভাবে না খাওয়াইলে সমস্যা বাড়বো এইভাবে তাগো বইল্যা দিতে হইবো

প্রশ্নকর্তা ঃ যদি বলে দেয় তাহলে

উত্তরদাতাঃ তাহলে হয়তো সমস্যটা সমাধানে আসবে

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, তো ঠিক আছে .....ভাই আপনার অনেক সময় নিলাম আপনার ব্যস্ততার মাঝে আশাকরি ভালো থাকবেন আবার দেখা হবে নিশ্চয় কোন একটা সময় আসালামু আলাইকুম।